THE HARE PRIZE FUND ESSAY

A

TREATISE ON SPIRITUALISM

IN BENGALI

COMPILED FROM VARIOUS WORKS IN

THE ENGLISH LANGUAGE

অধ্যাত্মবিজ্ঞান।

বহুপ্রকার ইংরাজী পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

১৭৮৯ শক।

ইং ১৮৬৭ সাল।

THE HARE PRIZE FUND ESSAY

The Hare Prize Fund is for the preparation of standard works in the Bengali language calculated to elevate the female mind.

Adjudicators.

Baboo Debendernath Tagore,

Baboo Ramgopaul Ghose,

The Revd. Professor K. M. Banerjea

Baboo Pearychand Mittra *Secretary.*

LIST OF WORKS CONSULTED.

Clarke's Plain Guide to Spiritualism.

Crowe's (Mrs) Night side of Nature.

Davis's (A J.) Great Harmonia.

——————Harbinger of Health

——————Present Age & Inner Life.

——————Spiritual Intercourse.

From Matter to Spirit. By C. D.

Gregory's (Dr) Letters on Animal Magnet

Home's "Incidents in my Life."

Howitt's History of the Supernatural.

Life, its nature, varieties & phenomena. By Leo. H. Grindon.

Light in the Valley

Man and His Relations. By S. B Brittan.

Natural and Supernatural By J. Jones

Nichol's Biography of the Brothers Davenport

Spiritual Tracts. by Judge Edmonds

Spiritualism. By Judge Edmonds & Dr Dexter.

Theory of Pneumatology. By Dr. Jung-Stilling

বিজ্ঞাপন

সোমপ্রকাশ পত্রে "প্রেততত্ত্ব" শিরোনাম যুক্ত যে সকল প্রস্তাব সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই কিয়দংশ এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল। পুস্তকের নাম প্রেততত্ত্বের পরিবর্ত্তে "অধ্যাত্মবিজ্ঞান" রাখা গেল, ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রাগুক্ত শব্দটী প্রাচীন কুসংস্কার বশতঃ লোকের হঠাৎ ঘৃণাস্পদ হইতে পারে; বিশেষতঃ যে সকল বিষয় এতদ্গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তৎসমুদায় উক্ত শব্দ দ্বারা স্পষ্টরূপে বোধগম্যও হয় না। পাঠক-বর্গকে ইহাও বিদিত করা যাইতেছে যে ইংরাজী বহুসং-খ্যক পুস্তক হইতে সংকলন পূর্ব্বক প্রস্তাবিত বিবরণ সকল লিখিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাতে লেখকের যত্ন ও পরিশ্রম ভিন্ন অপর কোন প্রশংসনীয় গুণ না থাকায় তিনি যশোলাভের প্রত্যাশা করেন না। তাঁহার এতদ্ বিবরণ লিখিবার অভিপ্রায় এই যে মৃত ব্যক্তির আত্মার সহিত সম্ভাষণ বিষয়ে বহুকালাবধি জনশ্রুতি আছে এবং অধুনা আমেরিকা দেশে উহার সমধিক আলোচনা হইয়া নানা প্রকার অদ্ভুত বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার বিবরণ অস্মদ্দেশীয় অনেকেই অজ্ঞাত, এজন্য আপামর সাধারণের গোচরার্থ এই পুস্তক প্রকটিত হইল। ইহা পাঠ ও

পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ঐ সকল বিবরণ অমূলক কি সত্য তাহা অনায়াসে উপলব্ধ হইতে পারিবে। ফলতঃ আত্মসম্ভাষণ বাস্তবিক যথার্থ হউক বা না হউক, অধ্যাত্মতত্ত্ববাদীরা ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে পক্ষপাত বিহীন মনুষ্য মাত্রেই অবশ্য অনুমোদন করিবেন। ঐ সকল মত কার্য্যেতে পরিণত হইলে যে মানবকুলের অশেষ মঙ্গল ও উন্নতি হইবে তাহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব লেখকের প্রার্থনা, যে সত্যানুসন্ধায়ী সহৃদয়গণ অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন, তাহা হইলেই তিনি আপন শ্রম সফল জ্ঞান করিবেন।

নির্ঘণ্ট পত্র।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান।

মনুষ্য মৃত্যুর পর শরীরান্তর গ্রহণ করে, কখন কখন ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয় এবং নানা প্রকার অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করে; এরূপ প্রবাদ চিরকাল প্রচলিত আছে। কি ভারতবর্ষ, কি পারস্য, কি কালডিয়া, কি ইজিপ্ট, কি চীন, কি গ্রীস, কি রোম, সকল দেশের পুরাবৃত্তে ও ধর্ম্মশাস্ত্রেই স্বপ্নাবস্থা-য় বা জাগ্রদবস্থায় মৃতব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকার ও আলাপাদি হইবার ভূরি ভূরি বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও বর্ত্তমান কালে প্রত্যক্ষ মূলক বিষয়ের অধিক আলোচনা হেতু অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অবিশ্বাস বশতঃ অনেকেই ঐ সকল বিবরণ মনঃকল্পিত জ্ঞান করেন, তথাপি কিয়ৎকালাবধি আমেরিকা, জর্ম্মণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা সহস্র সহস্র ব্যক্তির সম্মুখে ঘটিতেছে, তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক লোকের এমত দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে মৃত্যুর পর জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব ও জ্ঞান থাকে, ও অবস্থা

বিশেষে জীবিত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ ও তাহার সহিত আলাপও হইতে পারে।

এই বিশ্বাস মূলক বিজ্ঞান বা ধর্ম্মের একটী স্বতন্ত্র পদ্ধতি নিরূপিত হইয়াছে, তাহার নাম আমরা "অধ্যাত্মবিজ্ঞান" রাখিলাম। যাঁহারা ঐ মতাবলম্বী, তাঁহারা "অধ্যাত্মবাদী" বলিয়া উক্ত হইবেন ও পরলোকগত ব্যক্তিদিগকে আমরা "আত্মা" বলিয়া উল্লেখ করিব।

আমেরিকা দেশে এই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের যত-আলোচনা ও উন্নতি হইয়াছে, তত আর কুত্রাপি হয় নাই, এজন্য ঐ দেশে যেপ্রকারে উক্ত বিষয়ের প্রথম সূত্রপাত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশের অন্তঃপাতি হাইড্‌স্‌বিল গ্রামে একটী ক্ষুদ্র গৃহে এন্, পল্‌ক্‌স্ নাম্নী একটী স্ত্রী ও তাহার কন্যা বাস করিতেন। তাহাতে ঐ বাটীর চতুর্দ্দিকে এমত অদ্ভুত শব্দ হইতে লাগিল যে উক্ত স্ত্রীদ্বয় ভীত হইয়া আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন। পরে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে উল্লিখিত ভবনে মাইকেল্, উইকুমন্ নামে এক ব্যক্তি সপরিবারে বাস করিলেন, কিন্তু তাঁহারাও ঐ প্রকার অলৌকিক শব্দ শ্রবণ করিয়া ভবালয় পরি-

ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অনন্তর উক্ত বর্ষের ১১ ই ডিসেম্বর রচেষ্টর নিবাসী জান্ ডি, ফক্স নামক এক সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী কিয়ৎকালের নিমিত্ত উক্ত গৃহে বাস করেন। তৎকালে স্বীয় পত্নী এবং মার্‌-গেরেট্ ও কেট্ নামক কন্যা দ্বয় সমভিব্যাহারে ছিলেন। তখন মারগেরেটের ১২ ও কেটের ৯ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল।

উক্ত বাটীতে এই পরিবারের প্রবেশ অবধি পুর্ব্ব-মত শব্দ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহারা প্রথম প্রথম ঐ সকল শব্দ মুষিকাদি জন্তু কর্ত্তৃক উৎপাদিত বলিয়া অনুমান করিলেন। পরে ১৮৪৮ অব্দের জানুয়ারি মাসে রাত্রিযোগে তাঁহাদিগের শয়নাগারের মধ্যে চর্ম্মকারের মুদ্গরের ন্যায় স্পষ্ট স্পষ্ট শব্দ হইতে লাগিল, এবং তদ্দ্বারা মেজ্ কেদেরা প্রভৃতি গৃহসজ্জা ও ঘরের মেজে পর্য্যন্ত কম্পিত হইল, ক্রমে ক্রমে ঐ শব্দ উচ্চতর হইয়া উঠিল এবং এক এক সময়ে ঘরের ভিতরে পদচারণার শব্দও শুনা যাইতে লাগিল। উক্ত বালিকাদ্বয় শয়ন করিলে পর উহাদের পায়ের উপরে কুক্কুরবৎ কোন ভারী জন্তু থাকা বোধ হইত, এবং কেট্ নিজবদনে শীতল হস্ত বুলানের ন্যায় স্পর্শ অনুভব করিত। কখন কখন বিছানার চাদর টানিয়া ফেলা হইত। মনুষ্যের কেত্রকালি ও আর্দ্ধ বাসের

অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত উক্ত উপদ্রব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইল, এবং গৃহস্থিত মেজ্, কেদেরাদির স্থান পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। প্রতি দিবস রাত্রিকালে ফক্স ও তাঁহার স্ত্রী বাতি জ্বালিয়া সমুদায় গৃহ অন্বেষণ করিতেন, তথাপি ঐ প্রকার শব্দের কোন কারণ অবধারণ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান হইলে তাহাতে আঘাতের শব্দ শুনিতে পাইতেন, কিন্তু হঠাৎ দ্বার খুলিলে কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না।

কন্যাদ্বয়ের ভয় নিবারণ নিমিত্ত উহাদের শয্যা জনক জননীর শয়নাগারে নীত হইল, এবং শব্দ শুনিলেও নিস্তব্ধ থাকিবার জন্য উহারা উপদেশ পাইল। কিন্তু উহাদের মাতা শয়ন করিবামাত্র পূর্ব্বোক্ত শব্দ এমত প্রচণ্ড হইল যে বালিকারা উচ্চৈঃস্বরে "তাহারা আবার এখানেও আসিয়াছে" এই বলিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, তখন জননী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বীয় স্বামীকে জাগরিত করিলেন। দ্বারের সার্শি অর্থাৎ কাচের কবাটে বাতাস লাগিয়া ঐ প্রকার শব্দ হইয়াছে কি না-ফক্স তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু ফক্স সার্শি নাড়াতে যে প্রকার শব্দ হইল; তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা কেট্ ঘরের মধ্যেও তদনুরূপ আর একটী ধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

ইহাতে ঐ বুদ্ধিমতী কেট্ নিজ অঙ্গুলী দ্বারা তুড়ী দিয়া কহিলেন " ওহে ভূত ! আমি যাহা করি তুমিও তাহা কর " এই কথা বলিয়া তিনি যতবার তুড়ী দিলেন, ততবার স্বতন্ত্র মট্ মট্ শব্দ হইল। তখন কেট্ মাতার নিকট আসিয়া কহিলেন " দেখ মা ! " এই বলিয়া একটি তুড়ী মারিলেন, তৎক্ষণাৎ তদনুযায়ী আর একটি শব্দ হইল।

কেটের জননী তখন সন্ধান পাইয়া অদৃশ্য ব্যক্তির প্রতি সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন " দশ অঙ্ক গণনা কর"। তৎক্ষণাৎ দশটি ঘা মারার শব্দ হইল। "আমার কন্যা মারগেরেটের বয়স কত বৎসর ?" একথা কহিবামাত্র বারটী শব্দ হইল, আর " কেটের কত-বৎসর ?" তাহাতে নয়টি শব্দ হইল। তদনন্তর তিনি এই প্রশ্ন করিলেন " আমার কয়টী সন্তান " তদুত্তরে সাতটি শব্দ হইল। কিন্তু তাঁহার ছয়টিমাত্র সন্তান থাকাতে তিনি বোধ করিলেন যে ঐ অজ্ঞাত পুরুষের ভ্রম আছে, এজন্য পুনরায় ঠিক করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে কহিলেন, তাহাতেও পুর্ব্ববৎ সাতটি শব্দ হইল ! তখন তাঁহার মনে হঠাৎ উদয় হইল যে তাঁহার একটি সন্তান পুর্ব্বে গত হইয়াছে, ইহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার সকল সন্তান কি জীবিত আছে " এপ্রশ্নের কোন উত্তর

পাইলেন না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার কয়টি সন্তান জীবিত আছে" ইহার উত্তরে ছয়টি শব্দ হইল, এবং "কয়টি মৃত হইয়াছে" এপ্রশ্নের উত্তরে একটি মাত্র শব্দ হইল। উক্ত প্রশ্ন সকলের যে যথার্থ উত্তর হইয়াছে, ইহা প্রশ্নকর্ত্রীর হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি মনুষ্য ?" তাহাতে কোন উত্তর প্রাপ্ত হইলেন না। পুনশ্চ "তুমি কি তবে ভূতযোনি" ইহার উত্তরে একটি শব্দ হইল।

তদনন্তর কক্স নিজ প্রতিবাসীদিগকে ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইবার জন্য আহ্বান করিলেন, তথায় অনেক লোকের সমাগম হইল, এবং তাঁহারা যে সকল প্রশ্ন করিলেন, উক্ত প্রকার শব্দ দ্বারা তাহার সদুত্তর প্রাপ্ত হইলেন। প্রথম প্রথম প্রশ্নের উত্তর সঙ্কেত দ্বারা স্থির হইত, অর্থাৎ একবার শব্দ হইলে "না" দুইবার হইলে "সন্দেহ স্থল" ও তিনবার হইলে "হাঁ" বুঝাইবে ইত্যাদি। পরিশেষে বর্ণমালার সাহায্যে অতি পরিপাটী ও সুস্পষ্ট রূপে উত্তর সকল নিরূপিত হইল; তাহার বিবরণ এই, এক ব্যক্তি ইংরেজী বর্ণমালার প্রথম অবধি যথাক্রমে এক একটি বর্ণ উচ্চারণ করিত, যথা এ, বি, সি, ইত্যাদি। ইহাতে আত্মার উত্তর যে বাক্য হইবে, তাহার প্রথম বর্ণ উচ্চারিত

হইবামাত্র তিনটি শব্দ হইত; পুনরায় বর্ণমালা উচ্চারিত হইলে উত্তর বাক্যের দ্বিতীয় অক্ষরে ঘা পড়িত, এই প্রকারে ক্রমশ উত্তর বাক্যের সমুদায় অক্ষর একত্র যোগ করিয়া সম্পূর্ণ উত্তর নির্দিষ্ট হইত।

উক্ত প্রকার প্রশ্নোত্তর দ্বারা ইহা ব্যক্ত হইল যে উত্তরদাতা মৃত চারল্‌স, বি, রোসমর। তিনি এক সামান্য ভ্রমণকারী ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহার অর্থাপহরণ মানসে উল্লিখিত গৃহের ভূতপূর্ব্ব প্রজা জান, সি, বেল্ নামক এক কর্ম্মকার তাঁহাকে বধ করিয়া মৃত শরীর ঐ ঘরের মেজের নীচে প্রোথিত করিয়া রাখে, তৎকালে উক্ত কর্ম্মকারের নিকটে লিউক্রিশিয়া পলবর্ নামে যে এক বালিকা পরিচারিকা ছিল, তাহার সাক্ষ্য দ্বারা প্রকাশ হইল, যে সময়ে সেই ব্যবসায়ী ব্যক্তি উক্ত ভবনে উপস্থিত হয়, সে সময়ে সে হঠাৎ কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং সে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল যে ঘরের মেজে খনিত রহিয়াছে, পশ্চাৎ বেল্ কর্ত্তৃক ঐ মেজের পুনঃ সংস্কার হইয়াছিল। সেই অবধি উক্ত ব্যবসায়ী আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এক্ষণে উক্ত ঘরের মেজে খনন করাতে ৫।৬ ফিট ভূমির নীচে এক নরকঙ্কাল দৃষ্ট হইল।

এই অলৌকিক ঘটনার সংবাদ দাবানলের ন্যায়

চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, সমাচার পত্র সকলে প্রচারিত হইল, এবং নিকটবর্ত্তি নগর ও গ্রাম সকল হইতে শত শত ব্যক্তি উক্ত স্থানে আগমন করিল। ঐ সকল সমাগত ব্যক্তি উল্লিখিত ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল যে কথিত ঘটনা পরলোকগত ব্যক্তির কার্য্য স্বীকার না করিলে তাহার কোন বিশিষ্ট কারণ নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। ফলতঃ ইহাই অবধারিত হইল যে ঐ প্রকার উচ্চ ও স্পষ্ট শব্দ সকল কোন মনুষ্যের কৌশল দ্বারা উৎপাদিত হইতে পারে না, ও উক্ত কার্য্যে যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা উপস্থিত কোন জীবিত ব্যক্তিতে সম্ভবে না। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি পুর্ব্বে কোন সময়ে এই পৃথিবীতে বাস করিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এক্ষণে ভূমণ্ডলে আসিয়া নিজ নিজ জীবিত বান্ধবগণের নিকট আত্ম পরিচয় দিয়া আপনাদিগকে নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানাইবার নিমিত্ত ঐ সকল অলৌকিক কার্য্য করিয়াছে, বিবেচনা করিলেই এবিষয়ের সিদ্ধান্ত হইতে পারে, তদ্ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই*।

* Howitt's His. of the Supernatural, Clarke's Plain Guide to Spiritualism,

তদনন্তর ফক্স সপরিবারে রচেষ্টর নগরে গমন করিলেন। সেখানেও ঐ প্রকার শব্দ হইতে লাগিল। ইহাতে সমুদায় নগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি প্রদেশস্থ লোকের মন এককালে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। উক্ত অদ্ভুত বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধানার্থে অধ্যক্ষ সভা নিযুক্ত হইল। অধ্যক্ষেরা প্রকাশ্যে ও গোপনভাবে নানা প্রকার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কথিত ব্যাপার উপদেবতার কার্য্য ভিন্ন আর কোন সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারিলেন না। তখন ঐ বিস্ময় জনক বিষয় নূতন নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল ও নূতন নূতন মিডিয়ম্ আবিষ্কৃত হইল।

এস্থলে পাঠকবর্গকে অবগত করা আবশ্যক যে উক্ত অলৌকিক কার্য্য কোন ব্যক্তি বিশেষের আশ্রয় ভিন্ন প্রায় সম্পাদিত হয় না, অর্থাৎ কোন কোন মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির এমত অবস্থা হয় যে তাহার আশ্রয়ে পরলোকগত আত্মারা নিজ নিজ শক্তি অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা না হইলে উঁহাদের চেষ্টা প্রায় সফল হয় না। ঐ প্রকার প্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্যকে "মিডিয়ম্" অর্থাৎ উপদেবাবিষ্ট বলা যায়, যেমন ফক্স দুহিতা কেট্ মিডিয়ম্ হইয়াছিলেন। উক্ত আধ্যাত্মিক কার্য্য দর্শন অথবা তৎকর্ত্তার সহিত আলাপনার্থে যে কয়েক

জন মনুষ্য একত্র চক্রাকারে উপবিষ্ট হয়, তাহাদিগের সমষ্টি "সরকল" অর্থাৎ চক্র বা মণ্ডলী বলিয়া উক্ত হয়।

১৮৪৮ অব্দ অবধি ১৮৬৩ অব্দ পর্য্যন্ত পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকা দেশে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এত উন্নতি হইল যে ঐকালের মধ্যে পঞ্চশতাধিক মিডিয়ম্ প্রকাশ্যরূপে আপামর সাধারণ লোককে উক্ত কার্য্য দেখাইতে লাগিলেন, ও অন্যূন পঞ্চাশৎ সহস্র মিডিয়ম্ গোপন ভাবে নিজনিজ বন্ধুবর্গের সহিত সমবেত হইয়া উক্ত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং প্রায় দুই সহস্র স্থানে উক্ত তত্ত্ব অনুশীলনার্থ প্রকাশ্য চক্র স্থাপিত হইল। প্রায় এক শত সংখ্যক পত্রিকায় উক্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ হইতে লাগিল, ও পঞ্চ শতের অধিক পুস্তক প্রচারিত হইল। এই সময়ে ঐ মতের সম্পূর্ণ বিশ্বাসকারী বিংশতি লক্ষ ও আংশিক বিশ্বাসকারী পঞ্চাশৎ লক্ষ লোক অবধারিত হয়*। রাজকার্য্য নির্ব্বাহক, রাজ সভার সভ্য, ভিন্ন দেশীয় রাজ প্রতিনিধি, উচ্চ পদস্থ বিচারপতি, ধর্ম্মোপদেশক, ব্যবস্থা শাস্ত্রবেত্তা, চিকিৎসক, অধ্যাপক

* Clarke's Plain Guide to Spiritualism. P. 35.

প্রভৃতি অনেক মান্য লোক এই মতাবলম্বী হয়েন। তাঁহাদিগের মধ্যে জজ এড্‌মন্স, ডাক্তর হেয়র, নিউইয়র্ক নগরের অধ্যাপক বুশ ও মেপ্‌স ও বোষ্টন নগরের চ্যানিং সর্ব্ব প্রধান।

ডাক্তর হেয়র ইউনাইটেডষ্টেটের রসায়ন ও তাড়িত বিদ্যার বিখ্যাত অধ্যাপক এবং জজ এড্‌মন্স কোলম্বিয়া প্রদেশের স্থপ্রিমকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। ইহাঁরা নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা উক্ত ব্যাপার পিতৃগণের কার্য্য নির্ণয় করতঃ তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং পরিশেষে উভয়েই মিডিয়ম্ হইলেন*।

মিডিয়ম্ বহু প্রকার † যথা—

১। র‍্যাপিং, অর্থাৎ ঘা মারার মিডিয়ম্, যাহা সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশিত হয়। ফক্সতনয়া কেট্ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। যাহার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

২। টিপিং, অর্থাৎ কাইৎ করিবার মিডিয়ম্, ইহার সাহায্যে মেজাদি কাইৎ করা হইয়া থাকে।

উদাহরণ। পিট্‌সবর্গ নগরের একটী স্ত্রীলোক এই প্রকার মিডিয়ম্ ছিলেন; তিনি এক দিবস সন্ধ্যা-

---

* Howitt's His. of the Supernatural.

† এক ব্যক্তি দুই, তিন বা ততোধিক প্রকার মিডিয়ম্ হইতে পারে।

কালে স্বীয় ভবনে অপর এক স্ত্রী ও দুই পুরুষের সহিত একত্রে একটী ক্ষুদ্র মেজ বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন, কিয়ৎকাল পরে ঐ মেজ হঠাৎ নড়িতে আরম্ভ হইল এবং ক্ষণেক বিলম্বে দুটি পায়াতে স্থির থাকিয়া পশ্চাৎ একটি মাত্র পায়াতে কাইৎ হইয়া রহিল, ঐ দুটি বলবান্ পুরুষ সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিলে তবে ঐ মেজ স্বস্থানে আসিল*।

৩। মোটিব, অর্থাৎ ভারি বস্তু উত্তোলন বা স্থানান্তর করিবার মিডিয়ম্।

উদাহরণ। ডেনিয়েল্, ডি. হোম্ সাহেব এই শ্রেণীর এক জন মিডিয়ম্। তিনি প্রথমে আমেরিকা দেশে, তৎপরে ইউরোপের নানা স্থানে উক্ত প্রকার কার্য্য দৃষ্টি করান। তন্মধ্যে দুই দিবসের ব্যাপার নীচে প্রকটিত হইল।

১৮৫২ অব্দের ৫ই এপ্রেল সন্ধ্যার সময়ে স্প্রিং-ফীল্ড নগরস্থ রুফস্ এলমর্ সাহেবের বাটীতে এক চক্র হয়, তাহাতে উইলিয়ম্ ব্রাইয়েন্ট, বি, কে, ব্লিস, উইলিয়ম এডওয়ার্ডস্ ও ডেবিড, এ, ওয়েল্স্ সাহেব প্রভৃতি উপস্থিত থাকেন। সভ্যেরা যে মেজকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিলেন, ঐ মেজ কোন

* Davis's Present age & Inner Life. P. 135.

প্রকাশ্য কারণ ব্যতিরেকে হঠাৎ চতুর্দ্দিকে অতিশয় বেগে নড়িতে লাগিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে এমত বলপূর্ব্বক ঠেলিয়া ধরিল যে সকলেই নিজ নিজ আসন সহিত পূর্ব্ব স্থান হইতে অনেক অন্তরে অপসারিত হইলেন। পরে ওয়েল্‌স ও এডওয়ার্ডস্ সাহেব উভয়ে সমুদায় বলের সহিত ঐ মেজকে যত এক দিকে টানিয়া রাখেন, সেই অদৃশ্য শক্তি দ্বারা তাহা তত অন্য দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। চক্রস্থ সমস্ত লোকের হস্ত মেজের উপর স্থাপিত হইলে কোন দৃশ্যমান শক্তি ব্যতিরেকে দুই বার ঐ মেজ ভূমি হইতে উঠিয়া কতক্ষণ পর্য্যন্ত শূন্যে অবস্থিতি করিল। তৎপরে ওয়েল্‌স সাহেব ঐ মেজের উপরে বসিলে তাহা কিয়ৎকাল অতিশয় বেগে দোলায়মান হইয়া শেষে দুইটী পায়াতে অবস্থিতি করিল, তৎকালে অন্য কেহ ঐ মেজ স্পর্শ করে নাই। পরিশেষে ওয়েল্‌স, ব্লিস্ ও এডওয়ার্ডস্ এই তিন জন একত্র মেজের উপরে উপবিষ্ট হইলেন, তাহাতেও ঐ মেজ চতুর্দ্দিকে দুলিয়াছিল।

ঐ অব্দের ৮ই আগষ্ট মাঞ্চেষ্টরনিবাসী ওয়াড চেনী সাহেবের বাটীতে যে এক চক্র হয়, তাহাতে বহু প্রকার কার্য্য প্রদর্শিত হইলে পর এক জন সভ্য বলিলেন যে পিতৃগণ এমত কোন অদ্ভুত কার্য্য দেখা-

উক্ত, যদ্দ্বারা তাঁহাদিগের এই গৃহ মধ্যে উপস্থিতি বিষয়ে সমস্ত সভ্যের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতে পারে। এই কথা কহিবামাত্র হঠাৎ হোম সাহেব গৃহের মেজে হইতে এক ফুট উর্দ্ধে উত্তোলিত হইলেন, ইহাতে তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল, এবং তাঁহার মনে ভয় ও আহ্লাদ পরস্পর বিপরীত ভাবের উদয় হওয়াতে তিনি বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি পুনর্ব্বার শূন্যে উত্থাপিত হইলেন এবং পরিশেষে এত উর্দ্ধে নীত হইলেন, যে তাঁহার হস্ত ও মস্তক ঐ গৃহের ছাদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল *।

৪। মিউজিকেল, অর্থাৎ বাদ্য করিবার মিডিয়ম। ইহাকে আশ্রয় করিয়া আত্মারা যন্ত্র দ্বারা ও কখন কখন বিনা যন্ত্রে বাদ্য উৎপন্ন করিয়া থাকেন।

উদাহরণ। ইউনাইটেড ষ্টেটের অন্তঃপাতী নিউইয়র্ক প্রদেশের বফেলো নগরবাসী ইরা ডেবেন-পোর্ট ও উইলিয়ম ডেবেনপোর্ট দুই ভ্রাতা এই শ্রেণীর প্রসিদ্ধ মিডিয়ম্। এই উভয় ভ্রাতা কিং ও তদধীনস্থ কতকগুলি বাদ্যকর-আত্মার মিডিয়ম্ হইয়া আমেরিকা দেশের বহুস্থানে ও পরিশেষে ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক বাদ্যাদি শ্রবণ করাইয়া লোক সমূহকে

* Home's "Incidents in my Life" p. 22.

চমৎকৃত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে এক দিবস শ্রীযুক্ত পার্ট্রিজ, মিলটেনবর্জর, টেলর, ডাক্তর হালক, অধ্যাপক মেপ্‌স প্রভৃতি আমেরিকা দেশস্থ ভদ্র ভদ্র লোক সকল উক্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া যে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। উক্ত ব্যক্তিরা এক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে ঘরের মধ্যস্থলে একটী মেজ পাতা আছে, তদুপরি একটী গেটার (বীণাবিশেষ) একখানি তাম্বুরিন (এক প্রকার খঞ্জরী) একটি স্পিকিং টম্‌পেট (কথা কহিবার তুরী) একটি ঘণ্টা এবং কতকগুলি রজ্জু প্রস্তুত রহিয়াছে। আর সেই গৃহের প্রান্তভাগে উক্ত মিডিয়মদ্বয় বসিয়া আছে। অনন্তর ঐ মিডিয়মদ্বয়ের হস্ত পদ রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক গৃহপ্রাচীরে আবদ্ধ হইল। পরে ঐ ঘরের আলো নির্ব্বাপিত করিবামাত্র উক্ত বাদ্যযন্ত্র সকল শূন্য মার্গে ভ্রমণ করিয়া সভাস্থ লোকদিগের মস্তকোপরি বাজিতে লাগিল, ও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের গাত্রও স্পর্শ করিল, এবং কিং নামক আত্মা উক্ত তুরী দ্বারা পুনঃ পুনঃ বাক্য কহিল। যখন গৃহমধ্যে পুনর্ব্বার আলোক আনীত হইল, তখন দেখা গেল যে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় পূর্ব্ববৎ বন্ধনাবস্থায় রহিয়াছে। পার্ট্রিজ সাহেব আত্মাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্পূর্ণ

আলোকে উক্ত কার্য্য না করিবার হেতু কি ? তাঁহাতে ভূরী দ্বারা এই উত্তর প্রদত্ত হইল যে আলোকেতে আত্মাদিগের শক্তি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া মিডিয়মের ক্ষমতার হানি করিতে পারে।*

৫। বাক্য উৎপাদন করিবার মিডিয়ম। এই মিডিয়মকে আশ্রয় করিয়া আত্মারা কোন যন্ত্র দ্বারা কিম্বা তদ্ব্যতিরেকেও বাক্য ও আপন আপন স্বর ব্যক্ত করিয়া থাকে।

উদাহরণ। উপরি লিখিত বিবরণ দ্বারা বিদিত হইয়াছে যে কিং নামক আত্মা ভূরী সহকারে বাক্য কহিয়াছিল কিন্তু প্রথম প্রথম উহার স্বর যন্ত্রব্যতিরেকে শূন্য হইতে অস্পষ্টরূপে শুনা যাইত, পশ্চাৎ উক্ত যন্ত্র সহকারে আপন বক্তব্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারিল। তদবধি শ্রোতাদিগের প্রশ্ন সমূহের সদুত্তর দানের সুবিধা হইল। অতএব উক্ত ডেবেন্‌পোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়কে চতুর্থ ও পঞ্চম উভয় প্রকার মিডিয়ম জ্ঞান করিতে হইবেক।†

৬। রাইটিং অর্থাৎ লিখিবার মিডিয়ম। ইহা দ্বারা আত্মার বাক্য লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু এই কার্য্য

* Howitt's His of the Supernatural. Vol II. P. 190.
† Nichol's Biography of the Brothers Davenport, P. 47.

বিবিধ প্রণালীতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথা, কখন মিডিয়মের হস্ত যন্ত্রস্বরূপ হইয়া অদৃশ্য শক্তি দ্বারা চালিত হয়, কখন তিনি যে লিখিতেছেন এমত বোধই থাকে না, কখন তিনি লিপি কার্য্য করিতেছেন এই মাত্র জ্ঞান থাকে, কিন্তু কোন্ কোন্ বর্ণ বা কথা লিখিতেছেন তাহা জানিতে পারেন না, কখন তিনি যে লিখিতেছেন, তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে এবং ঐ কার্য্য যে অন্য শক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হই-তেছে, তাহাও বুঝিতে পারেন, কখন আত্মার ভাব সকল তাঁহার মনে মুদ্রিত হইলে তিনি তাহা স্বকীয় ভাষাতে লিপিবদ্ধ করেন। এই সমুদয় লিপি মিডি য়মের হস্তাক্ষর ও কখন আত্মার হস্তাক্ষরের ন্যায় লিখিত হয় ইত্যাদি।*

উদাহরণ। "বোষ্টন ইন্‌বেষ্টিগেটর" পত্রের এক জন সংবাদদাতা উক্ত প্রকার মিডিয়মের যে বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন, তাহার সার ভাগ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। "দুইটী নিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত বালক মিডিয়ম্ হইয়াছে শুনিয়া তিন দিবস হইল আমি তাহাদের বাটীতে গমনপূর্ব্বক সমস্ত দর্শন করিয়া-ছিলাম। গত কল্য উহারা আমার প্রার্থনানুসারে

---

* Spiritual Tracts, No. 10 P. 50.

আত্মার ভবনে আসিয়া অনেক গুলি নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সম্মুখে বেলা ৬ ঘন্টা অবধি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত যে কার্য্য করিয়াছিল, তাহার বিবরণ এই, প্রথমে মিডিয়মের দক্ষিণ হস্ত, কখন বা উভয় হস্ত অতিশয় চঞ্চল ও কম্পিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। পরে বাক্য দ্বারা অথবা মনে মনে প্রশ্ন করিলে মিডিয়মের হস্ত একটী পেনসিল ধারণপূর্ব্বক একখান শ্লেটের উপরে উত্তর লিখিতে লাগিল। লিখিবার সময় মিডিয়মের দৃষ্টি শ্লেট হইতে ভিন্ন দিকে ছিল, লেখা শেষ হইলে তাহা পাঠ করার ন্যায় সমস্ত পঙ্ক্তির উপর দিয়া হস্ত চলিয়া গেল, ও কোন স্থানের বর্ণ পরিবর্ত্ত ও কোন স্থানে বর্ণ যোগ করিল এবং কোন স্থানের লেখা মুছিয়া পুনরায় লিখিল। এই প্রকারে লিপি সমাপ্ত হইলে হস্ত হইতে পেনসিল খসিয়া পড়িল, এবং পূর্ব্ববৎ হস্ত কম্পন হইতে লাগিল। মিডিয়ম যদিও শ্লেটের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, তথাচ প্রয়োজন হইলেই হস্ত শ্লেট হইতে তন্নিকটস্থিত পেনসিল এককালে ধারণ করে।*

৭। ট্রান্স অর্থাৎ নিদ্রা অবস্থার মিডিয়ম। ইহাতে মিডিয়মের শরীর ও ইন্দ্রিয়গণ আত্মার সম্পূর্ণ অধীনে

* Davis's Present age & Inner Life, P. 177.

থাকে আত্মা তাহাকে স্বেচ্ছানুসারে বক্তা করিয়া আপন অভিপ্রেত বিষয় সকল প্রকাশ করে। এই অবস্থাতে কখন কখন মিডিয়মের সংজ্ঞা থাকে, ও কখন কখন তাহাও থাকে না।

উদাহরণ। ১৮৬২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি দিবসে রিজেন্স্ পার্কের এক বাটীতে যে সভা হয়, তথায় ছয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনেক প্রকার আত্মকার্য্য প্রদর্শনানন্তর হোম সাহেব অচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এক জন সভ্যের প্রতি সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ যে ঘামারা ও মেজ্‌নাড়া প্রভৃতি সামান্য কার্য্য দ্বারা কি শুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে? কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে কোন্ বিষয় উপযুক্ত তাহা আমাদের অপেক্ষা পরমেশ্বর ভালরূপে জানেন, এবং যৎসামান্য বস্তু হইতেও আমরা অসীম ফলোৎপত্তি দেখিতে পাই। কেটেল্ অর্থাৎ জল উষ্ণ করিবার পাত্র হইতে যে বাষ্প উঠে, তাহা অতি ক্ষুদ্র বস্তু, কিন্তু উহা হইতেই বাষ্পীয় যন্ত্রাদির সৃষ্টি হইয়াছে। বিড়ালের পৃষ্ঠদেশ হইতে যে বজ্রস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তাহাও সামান্য বিষয়, কিন্তু দেখ তদ্দ্বারা তাড়িত বিদ্যাবিষয়ক কত বিস্ময়কর কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে! উল্লিখিত ঘামারার শব্দ ক্ষুদ্র বিষয় বটে, কিন্তু উহার ফল এই যে তদ্দ্বারা তুমি

পরলোক ও নিত্যকালের পরিচয় পাইবে। যদি বল এমন ক্ষুদ্র কারণ হইতে এবম্প্রকার মহৎ ফল কিপ্রকারে উৎপন্ন হইবে? যীশু খৃষ্ট রাজার ন্যায় জন্ম গ্রহণ না করিয়া গরুর গামলায় কি নিমিত্ত ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, ইহার হেতু যখন তুমি আমাকে দর্শাইবে, তখন আমি অধ্যাত্মতত্ত্বের সত্যতা লোকদিগের নিকট প্রতিপন্ন করিবার জন্য এ সকল কার্য্য কেন নিয়োজিত হইয়াছে তাহার কারণ তোমাকে অবগত করিব।" *

৮। বাইব্রেটিং অর্থাৎ কম্পিত হইবার মিডিয়ম্। ইহাতে মিডিয়মের শরীর কখন কখন কম্পিত ও বিকৃত হয়, এবং কখন উত্তোলিত বা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

উদাহরণ। জান্ লেসী উক্ত শ্রেণীর এক জন মিডিয়ম। সে আপন শরীরের ভাব এই প্রকারে ব্যক্ত করে, "যখন আমার বাহু, পদ বা মস্তক কাঁপিতে থাকে, তখন আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি যে ঐ কার্য্য আমার ইচ্ছাক্রমে হয় না, প্রত্যুত কোন ভিন্ন কারণ দ্বারা তাহা উৎপাদিত হইতেছে। যদি কখন আমি সেই কার্য্য রোধ করিতে চেষ্টা করি,

* Home's "Incidents in my Life." P. 203.

তাহা হইলে আমার অঙ্গ সকল এমত বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইতে থাকে, ও সমুদায় শরীর মধ্যে এমত অসুখ জন্মে, যে আপনাকে ঐ চেষ্টা হইতে নিরস্ত না করিলে আর স্বচ্ছন্দ বোধ হয় না। উক্ত শক্তি দ্বারা আমার শরীর কখন কখন ১০। ১১ ফিট অন্তরে নিক্ষিপ্ত হয়। ” *

৯। ট্রান্সফিগর্ড অর্থাৎ রূপান্তরিত মিডিয়ম। এই প্রকার মিডিয়মের চিত্ত স্বর্গীয় ভাবেতে এমত উন্নত, পুলকিত ও মোহিত হয় যে তাহার মূর্ত্তি এক কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

উদাহরণ। ১৮৫৭ সালের ২৫এ মাচ দিবসে ফিলেডেলফিয়া নগরবাসী এক জন মিডিয়ম শ্রীযুক্ত এ. জে. ডেবিসকে যে এক পত্র লিখেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। “ইদানীন্তন আমি আর অধিক লিখি না, কেবল উপবিষ্ট হইলেই আমার চিত্ত মধ্যে উৎকৃষ্ট ভাব সকল প্রবাহিত হইতে থাকে, তদ্দ্বারা আমার মন কৃতজ্ঞতা ও আনন্দরসে পূর্ণ হয়। অধিবেশনকালে যে সকল মানসিক দৃষ্টি ও ভাব প্রাপ্ত হই, তাহা কোন সুখের সহিত বিনিময় করিতে ইচ্ছা হয় না। আমি একাকী থাকিলে কখন কখন

* Davis's Present age & Inner Life P. 131.

আমাকে বক্তা করিয়া ফেলে, কিন্তু অনেক সময় আমি উক্ত ভাবে এমনি মগ্ন থাকি যে আর আর সমুদয় বিষয় এককালে ভুলিয়া যাই। যখন আমার এই প্রকার অবস্থা ঘটে, তখন তুমি আমাকে আমা হইতে ভিন্ন বোধ করিতে পার। কিন্তু যখন ঐ ভাব অন্তর্হিত হয়, তখন আমি পূর্ব্বমত জ্ঞানযুক্ত হই এবং কিছু মাত্র শ্রান্তি বোধ হয় না। উল্লিখিত অবস্থাতে পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও অপার প্রেম বিষয়ক অনির্ব্বচনীয় ভাব প্রাপ্ত হইয়া আমি একবারে অশ্রু-জলে প্লাবিত হই, এবং উক্ত ভাব সকল ভূমণ্ডলে প্রচার করিবার জন্য আমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হই না।” *

১০ পার্সনিফিকেশন অর্থাৎ রূপধারী মিডিয়ম্। ইহা দ্বারা পরলোকগত আত্মার ভাষা, স্বর, মুখভঙ্গী ও কার্য্যের অনুকরণ হইয়া থাকে।

উদাহরণ। বোষ্টন নগরের “নিউ-ইরা” নামক সম্বাদ পত্রিকাতে ডাক্তার গ্রিডলী সাহেব দ্বিতীয় বার যে পত্র লিখেন, তাঁহার কিয়দংশের সার মর্ম্ম এস্থলে প্রকটিত হইল। “আমাদিগের অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভের চারি সপ্তাহ পরে আত্মা নি. ডবলিউ

* Davis's Thinking Age to Inner Life, P. 166.

নিদ্রাবস্থায় আনে, তখন সে অদৃশ্য পিতৃগণের সহিত হস্তপীড়ন ও তাহাদিগের রূপাদির বর্ণন করে। এই প্রকার কার্য্য কতকবার হইলে পর স্ত্রী ও পুরুষ উভয়বিধ আত্মারা মিডিয়মকে অভিভূত করত তাহার বাক্যন্ত্র দ্বারা নিজ নিজ স্বরেতে অতি মনোহররূপে গান করে ও শিশ দেয়, এবং উহাদিগের যে প্রকার ভাষা ও স্বর থাকা ইহলোকে প্রসিদ্ধ ছিল, প্রায় সেই প্রকার ভাষা ও স্বর দ্বারা অনর্গল ও অতি সহজরূপে চক্রস্থ লোকের সহিত কথোপকথন করিতে থাকে। এই অনুকরণ কার্য্য এমনি পরিপাটী রূপে সম্পন্ন হইল যে যে সকল সভ্যের এ বিষয়ে অবিশ্বাস ছিল, তাঁহারাও প্রত্যেকে কোন মৃত বান্ধব, যাহার সহিত মিডিয়মের কখন পরিচয় থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহার সহিত আলাপ করিয়া একবারে অশ্রুপূর্ণ ও বিগলিত হইলেন।" *

১১। মেনুলেশন অর্থাৎ স্পর্শকারী মিডিয়ম। ইহা দ্বারা পিতৃগণের অঙ্গ সংস্পর্শ হইয়া থাকে।

উদাহরণ। শ্রীযুক্ত রাবর্ট ওয়েন সাহেব এ বিষয়ে এই প্রকার সাক্ষ্য দিয়াছেন "অনেকে কহে অন্ধকারেই এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু তাহা নহে, যে হেতু প্রখর আলোকে আমার হস্ত হইতে একখানি

* Davis's Present age and Inner Life. P. 137.

রুমাল স্পষ্টরূপে আকর্ষিত ও নীত হয়, এবং এক মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে তাহা গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া আমাকে প্রত্যার্পিত হয়। পরে সেই অদৃশ্য শক্তি দ্বারা মেজ হইতে একটী পুষ্প উত্তোলিত হইয়া দূরস্থিত এক জন সভ্যের গাত্রে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং একটী স্ত্রীলোকের পট্টবস্ত্র নির্ম্মিত "এপ্রন" অর্থাৎ উপরিস্থ গাত্রাচ্ছাদন বন্ধনমুক্ত ও গোলাকারে পরিণত এবং দৃঢ়রূপে বদ্ধীকৃত হইয়া মেজের অন্য দিকে উপবিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অর্পিত হইল। তৎপরে স্বাভাবিক উষ্ণ অঙ্গুলিযুক্ত একটি কর আমার কর ধারণ পূর্ব্বক পীড়ন করিল, এবং সেই অদৃশ্য ব্যক্তি দ্বারা ব্যক্ত হইল যে এই ঘটনা-গৃহে যে স্ত্রী অনেক বর্ষ বাস করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহারই এ হস্ত। তিনি মানব শরীর ধারণ সময়ে উপস্থিত সমস্ত সভ্যের বিশেষ বন্ধু ছিলেন বলিয়া এক্ষণে সকলের সহিত করপীড়ন করিলেন। তৎপরে অদৃশ্য ব্যক্তিরা মেলোডিয়ন নামক বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অনেকগুলি রাগিণী শ্রবণ করাইল, এবং মিডিয়মের প্রার্থনা অনুসারে উহারা উক্ত যন্ত্র ভূমি হইতে তুলিয়া আমার হাঁটুতে রাখিল। ইহার পর আর আর অনেক প্রকার কার্য্য অদৃশ্য শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। *

* J. Jones's Natural and Supernatural P. 378

১২। ক্লেয়ার্বয়েন্ট অর্থাৎ পরিষ্কারদর্শী মিডি-
য়ম। এই মিডিয়ম ব্যবধান থাকিলেও দূরস্থ বস্তু বা ঘটনা ও বস্তুর অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত দেখিতে পায়, সুতরাং উক্ত শক্তি দ্বারা মনুষ্য ও আত্মা এবং রোগাদির স্বরূপ বর্ণন করিতে পারে।

উদাহরণ। হোয়েট্‌লী নিবাসী কর্ণেল আর, বি, হারউড বলেন যে মিসি আর ক্রাফট নিদ্রিতার ন্যায় হইয়া স্বীয় আত্মা দ্বারা পাসেফিক মহাসমুদ্রের দূরস্থ দ্বীপ সমূহ দেখিতে পাইলেন, এবং তথায় এক ভয়ঙ্কর ঝটিকা দ্বারা একখানি জাহাজ জলমগ্ন হওয়া তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন তিনি নাবিকদিগের সমূহ বিপদ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তাহার বিস্তারিত বিবরণ করিতে লাগিলেন। ঐ জাহাজ তৃতীয় সংখ্যক ও নাম ক্লিন্টন এবং তাহার অধ্যক্ষের নাম কাপ্তেন এণ্ডু, জ্যাকসন্ উইল্স, এবং উক্ত অর্ণবপোত যে স্থান হইতে যাত্রা করে ও যে স্থানে যাইবার কল্পনা ছিল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে ক্ষুদ্র সাণ্ডুইচ দ্বীপপুঞ্জের নিকট এক চড়া আছে, যাহা কোন সামুদ্রিক মানচিত্রে লিখিত নাই, তাহাতে ঐ জাহাজ আঘাত পাইয়া মগ্ন হয়। পরিশেষে তিনি নাবিকদের উক্ত বিপদ হইতে মুক্ত ও ভূমিতে অবতীর্ণ

হওয়া জ্ঞাত করিলেন। কর্ণেল্ হারউড্ এই বৃত্তান্তের প্রতি কোন সন্দেহ করিলেন না ও পশ্চাৎ তাহা পরীক্ষা করিবার মানসে নিজ প্রতিবেশিগণকে অবগত করিয়া রাখিলেন। কিছু কাল পরে তিনি নিউইয়র্ক প্রদেশের প্রধান জাহাজ ব্যবসায়ী হোলেণ্ড কোম্পানিকে উক্ত বিষয়ক সমাচার জানিবার জন্য পত্র লিখিলে তাহার যে প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা বিবি ক্রাফ্টের সমুদায় বাক্য সপ্রমাণ হইল*।

এণ্ড্রু জ্যাকসন্ ডেবিস্ এই শ্রেণী ও বিংশতি শ্রেণীর এক জন প্রসিদ্ধ মিডিয়ম। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের অন্তঃপাতী ব্লুমিংগ্রোব গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা অতি দুঃখী, তন্তুবায় ও চর্ম্মকারের ব্যবসায় করিয়া দিনপাত করিতেন। ডেবিস উক্ত গ্রামের পাঠশালায় পাঁচ মাস মাত্র শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার পর ক্রমশঃ ময়দাকলে ও এক দোকানে ও কৃষিব্যবসায়ীর ভূমিতে ও এক চর্ম্মকারের নিকট শিক্ষার্থী স্বরূপ নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু অতি শীঘ্র অর্থাৎ ১৮৪৩ সালে তাঁহার ক্লেয়র্ব্বয়েন্ট

* Clark's Plain Guide to Spiritualism. P 70.

শক্তি প্রকাশ পাইল। তিনি উক্ত অবস্থাতে ব্যক্ত করিলেন যে আমি রোগের প্রকৃত অবস্থা দর্শন ও তাহার প্রতীকার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি। তদনুসারে বহুসংখ্যক পীড়িত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আগমন করাতে তিনি তাহাদিগের রোগ বর্ণন করতঃ উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিতে লাগিলেন, ইহাতে রোগী সকল এবং অনেক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক পর্যান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি সকল বস্তুর স্বরূপ এবং মনুষ্য প্রভৃতি সকল জীবের বাহ্য ও অন্তর পরিষ্কাররূপে দর্শন করতঃ অতি বিশুদ্ধ ভাষায় বর্ণন করিলেন। তিনি সকল রোগের ঔষধ ও তাহা কোন্ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় নির্দিষ্ট করিয়া কহিলেন। সমুদায় সৃষ্টি তাঁহার সম্মুখে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অতি দূরস্থ দেশ সকল ও তদুৎপন্ন দ্রব্যসকল যেন তাঁহর নয়নের অগ্রে উপস্থিত। তিনি ভূমধ্যস্থ ধাতু সকলকে প্রজ্বলিত অগ্নি শিখার ন্যায় এবং মনুষ্য ও অপরাপর জন্তুর শরীরের প্রত্যেক অংশ হইতে আলোক ও অগ্নিশিখা নির্গত হইতে দেখিলেন। ১৮৪৫ সালে নিউইয়র্ক প্রদেশে তিনি ক্লেয়র্ব্বয়েন্ট অবস্থাতে ১৫৭ টী বক্তৃতা করেন, তাহাতে “নেচর্স ডিবাইন রেবিলেশন” নামক নূতন বিজ্ঞানশাস্ত্র স্বরূপ এক বৃহৎ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার পর " গ্রেটহার্ম্মোনিয়া " প্রভৃতি অনেক গুলি গ্রন্থ তাঁহা কর্ত্তৃক প্রণীত হয়*।

১৩। হীলিং অর্থাৎ আরোগ্যকারী মিডিয়ম। ইহারা দুই প্রকারে পীড়ার উপশম করিয়া থাকে। এক, রোগনিরূপণ করতঃ তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয়, রোগীর গাত্রে করস্পর্শ দ্বারা তাহাকে ব্যাধি হইতে মুক্ত করে।

উদাহরণ। ১৮৫০ সালের ৯ ই জানুয়ারি দিবসে ডিকন মস্মন্ সাহেব যে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তাহার অনুবাদ এ স্থলে সন্নিবেশিত হইল। " যাঁহাদের এবিষয়ে প্রয়োজন আছে, তাঁহাদিগকে এতদ্দ্বারা অবগত করিতেছি যে আমার কন্যা মেরী এক্ষণে ত্রয়োবিংশতি বর্ষ বয়স্কা, অদ্য তিন বৎসর হইতে শয্যাগতা ও চলৎশক্তি রহিতা। গত জুলাই মাসের অর্দ্ধেক হইলে সে বাকরোধ ও কিয়দ্দিবস পরে দৃষ্টিহীনা হইয়া সম্পূর্ণ অন্ধ হয়। তাহাতে চক্ষুর পাতা পর্য্যন্ত তুলিবার ক্ষমতা ছিল না, এবং একাল পর্য্যন্ত তদবস্থায় ছিল। তাহার আরোগ্যের নিমিত্ত যথাসাধ্য উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। ১২। ১৩ জন চিকিৎসককে দেখান গিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেক নিপুণ ও বিচক্ষণ ছিলেন, তাহাতেও

* Howitt's History of the Supernatural Vol· II. p. 205.

উত্তর উত্তর পীড়া বৃদ্ধি ব্যতিরেকে শমতা প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে চিকিৎসকেরা ব্যক্ত করিলেন যে আরোগ্যের কোন সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আমরা তদ্বিষয়ে এক প্রকার হতাশ হইলাম। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বরের প্রসাদে স্প্রিংফিল্ড নগরের সম্বাদপত্রে ক্লেয়র্ব্বয়েন্ট বিবি মেট্‌লরের রোগ শান্তি করিবার ক্ষমতা বিষয়ক একখানি পত্র দেখিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলাম, এবং অনেক চেষ্টার পর তাঁহাকে আপন বাটীতে আনিতে পারিলাম। তিনি প্রথম দিবস সন্ধ্যাকালে আসিয়া ক্লেয়র্ব্বয়েন্ট শক্তি দ্বারা মেরীর রোগ নিরূপণ করতঃ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, পর দিবস আগমন করিয়া তাহার গাত্র সন্নিকটে কর-চালনা দ্বারা রোগের যন্ত্রণার অনেক লাঘব করি-লেন। তাহার পর বুধবারে আসিয়া কেবল হস্ত স্পর্শ দ্বারা অর্দ্ধ ঘন্টার মধ্যে রোগীর চক্ষুরুন্মীলন, দৃষ্টি ও বাকৃশক্তির পুনরুদ্দীপন করত সকল লোককে আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন করিলেন। তৎপর দিবস বিবি মেটলর পুনর্ব্বার আসিয়া কন্যাকে স্বয়ং হাঁটা-ইলেন, যাহা তিন বৎসর কাল মধ্যে তাহার পক্ষে ঘটে নাই। আমি এই অদ্ভুত ব্যাপারের সঠীক বিব-রণ লিখিলাম, আমার কন্যা এখন পর্য্যন্ত দর্শন, কথন ও গমন কার্য্য স্বচ্ছন্দে সম্পাদন করিতেছে এবং ভরসা

কার সে অতি ত্বরায় পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্যলাভ করিবে ; এই প্রকার অলৌকিক কার্য্যে পূর্ব্বে আমার যে অবিশ্বাস ছিল, তাহা উক্ত ঘটনা দ্বারা তিরোহিত হইয়াছে*।”

১৪। পেইন্টিং অর্থাৎ চিত্রকারী মিডিয়ম। ইহা দ্বারা চিত্রপট ও প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উদাহরণ। ওহাইও প্রদেশের অন্তঃপাতী সর্ক-লবিল্ নগরবাসী এ, এফ, নিউমন সাহেবের চারি বৎসর বয়স্ক একটী পুত্র মৃত হইলে তাহার একখানি প্রতিমূর্ত্তি পাইবার জন্য তিনি কোলম্বস নগরের পেইন্টিং মিডিয়ম জি, সি, ওয়ালকট সাহেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আত্মার সাহায্য দ্বারা এক ঘন্টা কালের মধ্যে উৎকৃষ্ট তৈলাক্ত রঙ্গেতে মৃত বালকের এক খানি অবিকল প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিলেন, তাহা দেখিবামাত্র উহার পিতা ও বন্ধুবর্গ আশ্চর্য্য ও পুলকে অবাক্ হইয়া রহিলেন†।

১৫। হাইরোগ্লিফিক অর্থাৎ অদ্ভুত সাঙ্কেতিক লিপিকারী মিডিয়ম। যেমন ইজিপ্টদেশের জয়স্তম্ভ, মন্দির প্রভৃতি স্মরণীয় গৃহাদিতে এক প্রকার ভাষা-জ্ঞাপক নানা জীব, উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য জড় বস্তুর আকৃতি খোদিত আছে, সেইরূপ গূঢ়ার্থ বিশিষ্ট

---

* Davis's Present Age & Inner Life. Page. 180.

† Clark's Plain Guide to Spiritualism. P. 71.

সাঙ্কেতিক পারলৌকিক ভাষা উক্ত মিডিয়ম কর্ত্তৃক লিখিত হয়।

উদাহরণ। বিবি নিউটন্ ক্রস্‌লণ্ড স্বীয় গ্রন্থে * লিখিয়াছেন, যে একটী স্ত্রী মিডিয়ম্ তিন প্রকার পারলৌলিক ভাষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি কতকগুলি বর্ণের অর্থ অবগত হইয়াছিলেন, ঐ প্রকার অক্ষর কোন প্রাচীন বা আধুনিক ভাষায় মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি পিতৃগণ হইতে কি নিমিত্ত উক্ত ভাষার শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া কখন কখন বিস্ময়ান্বিত হইতেন, তথাপি অধ্যাত্ম তত্ত্বে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকাতে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উক্ত আশ্চর্য্য বিষয়ের ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া রহিলেন, কিছুকাল পরে অপর এক স্ত্রী মিডি-য়মের সহিত তাঁহার আলাপ হইল, ইনি অলৌকিক শক্তির সাহায্যে উক্ত তিনটী ভাষার মধ্যে একটী ভাষা লিখিতে পারিলেন, এবং তৎপরে আর পাঁচ জন মিডিয়ম্ ঐ ভাষার লেখক হইলেন। এই পাঁচ-জনের মধ্যে আক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্,এ, উপাধি-ধারী এক ব্যক্তি দুই তিন বার দ্বিতীয় ভাষা লিখিয়া-ছিলেন। এই ভাষার বর্ণমালা প্রায় বিন্দু সমূহের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে

* Light in the Valley, P. 103.

সকল মিডিয়ম্ পারলৌকিক ভাষা লিখেন, তাঁহারা অর্থ বুঝিতে পারেন না, অপর মিডিয়ম্ দ্বারা অর্থ সংগ্রহ হইয়া থাকে। বিবি ক্রস্লণ্ড উক্ত ভাষার আদর্শ স্বরূপ যে একখানি লিপি আপন পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত টাইপ অর্থাৎ ছাপিবার অক্ষর অভাবে এস্থলে প্রদর্শিত হইল না।

১৬। অজ্ঞাত ভাষা কহিবার বা লিখিবার মিডিয়ম। ইহারা যে ভাষা অনবগত, সেই ভাষায় বাক্য কহে বা লিপি করে।

উদাহরণ। জজ এড্মন্স সাহেবের কন্যা লারা উক্ত প্রকারের মিডিয়ম। তিনি ইংরাজী ও যৎকিঞ্চিৎ ফ্রেঞ্চ ভাষা মাত্র জানিয়া নয় বা দশটী বিভিন্ন দেশীয় ভাষাতে কথোপকথন করিয়াছেন, এবং কখন কখন একবারে এক ঘণ্টা কাল পর্যান্ত দেশীয় লোকের ন্যায় সহজে ও পরিষ্কাররূপে বাক্য কহিয়াছেন। অনেক সময়ে বিদেশীয় লোকেরা লারা দ্বারা উহাদিগের মৃত বন্ধুগণের আত্মার সহিত আলাপ করিয়াছে। এই প্রকারে গ্রীস্দেশস্থ একজন ভদ্রলোকের সহিত লারার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ জজ এড্মন্স সাহেবের পত্র হইতে এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"এক দিবস সন্ধ্যাকালে আমার বাটীর সভাগৃহে

বার কিম্বা পনের জন লোক বসিয়া আছেন, এমন সময়ে নিউইয়র্ক নগরের শিল্পকার ই, ডি, গ্রীন সাহেব আসিয়া সমভিব্যাহারী ইবেঞ্জেলিডেস্ নামক গ্রীসদেশীয় একটি ভদ্রলোককে আমার সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষা বিশুদ্ধ রূপে কহিতে পারেন না বটে কিন্তু গ্রীক ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ বাক্‌পটুতা আছে। কিঞ্চিৎ-কাল পরে একটী আত্মা লারা দ্বারা যে সকল বিষয় ইংরাজী ভাষাতে উক্ত ব্যক্তিকে অবগত করিল, তদ্দ্বারা নিশ্চয় হইল যে তাঁহার এক বন্ধু কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার বাটীতে মৃত হয়েন, তিনিই উক্ত আত্মা। কিন্তু আমরা কেহ ঐ বন্ধুর কোন বিষয় শ্রুত হই নাই। পরে আত্মা কর্ত্তৃক লারা ইংরা-জীর সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি গ্রীক ভাষা যোগ করিয়া কহিলে ইবেঞ্জেলিডেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি গ্রীক ভাষায় কথা কহিলে তাহা আত্মার বোধগম্য হইবে কি না, ইহার সম্মতি সূচক উত্তর পাওয়াতে তিনি গ্রীকভাষাতে ও লারা কখন গ্রীক ও কখন ইংরাজী ভাষাতে প্রায় এক ঘন্টা কাল পর্য্যন্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন, তাহাতে লারা এক এক বার নিজের ও ঐ গ্রীকের কথিত সকল বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে

পারিলেন না, কিন্তু অপর সময়ে উভয়েরই ভাষা বুঝিতে সক্ষম হইলেন। এই প্রকার কথোপকথন কালে উক্ত গ্রীক এক এক বার এতাদৃশ মোহযুক্ত হইলেন যে সভাস্থ সমস্ত লোক কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহার মানসিক বিকারের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা কহিতে সম্মত হইলেন না। ফলতঃ কথোপকথন শেষ হইলে পর আমাদিগকে কহিলেন যে আমি পূর্ব্বে কখন আধ্যাত্মিক কার্য্য দর্শন করি নাই, এ নিমিত্ত এই নূতন ব্যাপারের সত্যতা বুঝিবার জন্য উক্ত কথাবার্ত্তা কালে অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়াছি। সে পরীক্ষা এই,—যে সকল বিষয় লারা নিশ্চয় অজ্ঞাত, তদ্বিষয়ে আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এবং অনেক বার হঠাৎ এক প্রসঙ্গ হইতে অন্য প্রসঙ্গ করিয়াছি, যথা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ছাড়িয়া রাজ শাসন, ও বিজ্ঞান শাস্ত্র ছাড়িয়া ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব করিয়াছিলাম।” আমরা কেহ গ্রীক ভাষা জানিতাম না এজন্য আমাদের প্রশ্নমতে ইবেঞ্জেলিডেস্ নিশ্চয় করিয়া কহিলেন যে তাঁহার গ্রীক ভাষা আত্মার বোধগম্য হইয়াছিল ও লারাও উক্ত ভাষায় পরিশুদ্ধরূপে কথোপকথন করিয়া ছিলেন।”

১৭। ইম্প্রেশনল্ অর্থাৎ ভাবগ্রাহী মিডিয়ম। এই প্রকার মিডিয়মের মনে আত্মার অভিপ্রায় ও আদেশ সহজে মুদ্রিত হইয়া থাকে।

উদাহরণ। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন টি. এল, হারিস সাহেব নিউঅর্লিয়ন্স নগরে বাস করেন, তখন তত্রত্য আগষ্টস ওয়াঙ্গ নামক এক ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার যাজকতা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হয়েন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি এক প্রবল আত্মার বশবর্ত্তী ও আদিষ্ট হইয়া কহিলেন "এখন পর্য্য ন্তও ওয়াঙ্গের শরীর হইতে জীবাত্মা বহির্গত হয় নাই, ও বাহ্য বিষয়েও কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, কিন্তু ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে তিনি শরীর বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন।" এই সংবাদ মুমূর্ষু ব্যক্তির পরিজনাদিগকে অবগত করিলে তাঁহারা তাহার শরীর কাফিন অর্থাৎ শবাধার হইতে বাহির করিয়া শয্যাতে রাখিল, তখন তাঁহার জীবিতাবস্থার কিঞ্চিৎ চিহ্ন দৃষ্টি-গোচর হইল। তৎপরে হারিস্ সাহেব একটী স্ত্রীলোকের প্রতি এই আদেশ করিলেন যে "তুমি ওয়াঙ্গের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহ যে টি, এল, হারিস্ সাহেব তোমার অবস্থা জ্ঞাত আছেন, এবং যাহাতে তুমি জীবিত থাকিতে

তোমার সমাধি না হয় তাহা করিবেন।" ঐ নারী তদনুসারে কার্য্য করাতে ওয়াঙ্গও স্পষ্টরূপে তাঁহার কর পীড়ন করিলেন, এবং উক্ত দিবস প্রাতঃকাল হইতে পর দিবসের অপরাহ্ন পর্য্যন্ত সেই ভাবে থাকিলেন। তদনন্তর আত্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল যে এক্ষণে মুমূর্ষুর আত্মা জড় শরীর পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তাহা শটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে*।

১৮। ক্লেয়রাডেন্ট অর্থাৎ পরিষ্কার শ্রোতা মিডিয়ম্। ইহারা আত্মার স্বর ও কথা স্পষ্টরূপে শুনিতে পায়।

উদাহরণ। শ্রীযুক্ত জান, জোন্স সাহেব স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন "এক সময়ে আমার স্ত্রী পীড়িতা হইলে পর ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের অনুমান ১৫ ই মার্চ্চ দিবস আমি একটী বাণী শ্রবণ করিলাম। ঐ বাণী যেন আমার মস্তিষ্কের ভিতর হইতে সংযত ও সুমিষ্ট স্বরে নির্গত হইতেছে, অথবা যেন কোন ব্যক্তি এক-খিলান গোলঘর হইতে পরিষ্কার ও স্পষ্টরূপে "৭ ই, ৭ ই, ৭ ই," এই বাক্য পুনঃ পুনঃ কহিতেছে। ইহাতে আমি গৃহস্থিত অপর তিন

---

* J. Jones's Natural & Supernatural. P. 430.

ব্যক্তির নিকট গমন পূর্ব্বক “আগামী ৭ ই এপ্রেল দিবসে আমার স্ত্রীর সঙ্কট রোগযাতনা উপস্থিত হইবেক” এই কথা বলিবামাত্র উক্ত বাণী নিবৃত্ত হইল। আমি এই ভবিষ্যদ্বাক্য আর তিন জনকে কহিয়াছিলাম। এইরূপে ছয় ব্যক্তি উক্ত বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। পরে ৭ই এপ্রেল বেলা সাড়ে দশ ঘণ্টার সময় যখন আমার স্ত্রী স্বীয় পুত্রের বক্ষঃস্থল অবলম্বন করিয়া বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার রোগের আতিশয্য হইয়া ভয়ানক অবস্থা ঘটিয়াছিল *।”

১৯। বিশন্ অর্থাৎ স্বপ্নদর্শী মিডিয়ম। ইহারা আত্মার সাহায্যে ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বপ্নাবস্থায় দর্শন করে।

উদাহরণ। কোন একস্ত্রী এডিন্ বর্গ নগরের এক বাটীতে বাস করিতেন, ঐ বাটীর এক পার্শ্বে একটী সঙ্কীর্ণ পথ ও সম্মুখে এক প্রশস্ত বর্ত্ম ছিল। তিনি একদা রাত্রিযোগে এই স্বপ্ন দর্শন করিলেন, “যেন এক রবিবার অতি প্রত্যূষে কোন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ঝটিতি ঘরের জানালার নিকট গমনপূর্ব্বক মুখ বাড়াইয়া যেমন বহির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি

* J. Jones's Natural and Supernatural, P. 407.

তাঁহার অঙ্গুলী হইতে একটী অঙ্গুরীয় স্খলিত হইয়া উক্ত সুড়িপথে পতিত হইল; ইহাতে তিনি যেন তৎক্ষণাৎ সেই পরিহিত রাত্রিবাসেই পতিত দ্রব্য অন্বেষণার্থ গৃহ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বহির্দ্দেশে গমন করিলেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি উক্ত ক্ষতি জন্য বিষণ্নমনে স্বগৃহে পুনঃ প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভদ্র লোকের ন্যায় একটী যুবা পুরুষ কতকগুলি পাঁও রুটী লইয়া যাইতেছে দেখিলেন। ঐ ব্যক্তিকে এমত অযোগ্য সময়ে দেখিতে পাইয়া তিনি আশ্চর্য্য প্রকাশ করিলেন, এবং যুবাপুরুষও তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ঐ স্ত্রী তখন বলিলেন, আমার অঙ্গুরীয় বাহিরে পতিত হওয়ায় আমি তদন্বেষণে আসিয়াছিলাম। এই কথা শুনিবামাত্র উক্ত পুরুষ তাঁহার হস্তচ্যুত ধন তাঁহাকে অর্পণ করিলেন, তাহাতে তিনি সবিস্ময় আনন্দে মগ্ন হইলেন। এই ঘটনার কিয়ৎমাস পরে ঐ স্ত্রী এক ভোজের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তথায় সেই স্বপ্নদৃষ্ট যুবাপুরুষকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, এবং ঐ ব্যক্তি যে রুটী ব্যবসায়ী তাহাও পরোক্ষে অবগত হইলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি তৎকালে তাঁহার প্রতি সাবলের মনোযোগ করে নাই।

ইহার দুই বৎসর পরে কথিত পুরুষের সহিত তাঁহার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে পরস্পর আলাপ হইয়া পরিশেষে উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন *।

২০। সিইং অর্থাৎ দর্শনকারী মিডিয়ম্। ইহারা পরলোক ও তন্নিবাসীদিগের মূর্ত্তি সকল দৃষ্টিপূর্ব্বক বর্ণন করে।

উদাহরণ। পাঠকবর্গকে পূর্ব্বেই অবগত করা গিয়াছে যে এণ্ড্রু জ্যাকসন ডেবিস্ সাহেব দ্বাদশ ও বিংশতি শ্রেণীর এক জন প্রসিদ্ধ মিডিয়ম্। তিনি নভোমণ্ডলের কোন্ স্থানে কোন্ লোক আছে এবং ঐ লোকবাসীদিগের স্বভাব ও প্রকৃতি কি প্রকার, তাহা স্বীয় গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছেন। ঐ সকল বর্ণন বাহুল্য প্রযুক্ত এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল না। ফলতঃ এই শ্রেণীর অনেক মিডিয়ম্ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জজ এড্মণ্ডের কন্যা লারা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে দিবস অধ্যাত্ম তত্ত্ব মণ্ডলীতে যে একটী পারলৌকিক বিষয় বর্ণন করেন, তাহাই এস্থলে প্রকটিত হইল। তিনি কহিতে লাগিলেন।

---

* Mrs. Crowe's Night Side of Nature P.

"আমি এক দীর্ঘ সেতুর উপরে গমন করিতেছি। এই সাঁকোর ধারকস্তম্ভ ভগ্ন ও দোদুল্যমান প্রযুক্ত ইহার উপরে যাইতে আমার আশঙ্কা হইতেছে। আমি তদুপরি আরোহণ করাতে উহা টলমল করিতেছে, তথাপি আমি উহার উপর দিয়া গমন করিব। আমার সন্নিকটস্থ একটী আত্মা কানে কানে কহিতেছে "তুমি পড়িয়া যাইবে"। আমি তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছি না, এবং তাহার বাক্য বিশ্বাস যোগ্য কি না তাহাও বলিতে পারি না। যাহা হউক আমি গমন করিতে অবশ্য চেষ্টা করিব, কেন না যদি আমি ঐ কার্য্যের নিমিত্ত এস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকি, তবে আমাকে অবশ্য গমন করিতে হইবেক। ঐ আত্মা আমার উৎসাহ ভঙ্গ করিতেছে বটে কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রে আর একটী আত্মা দেখিতে পাইতেছি, সে আমাকে যাইতে ইঙ্গিত করিতেছে। যদিও এই সেতু ভয়ানক দেখাইতেছে, তথাচ আমি তাহার উপর দিয়া গমন করিব। ইহার পরপারের দৃশ্য অতি মহৎ ও মনোহর। আমি এখান হইতেই তাহা দর্শন করিয়া চরিতার্থ জ্ঞানে প্রত্যাগমন করিতাম, কিন্তু আমার বন্ধুহীন আত্মা কহিতেছে "আইস।"

পরপারে অবরোহণ কালে ঐ সেতু অত্যন্ত ঢাল

ও ক্লেশকর বোধ হইয়াছিল কিন্তু তাহা আমি অতিক্রম করিয়াছি। আমি এক্ষণে পশ্চাৎভাগের প্রতি নেত্রপাত করিলাম, যে সাঁকো পার হওন কালে পিছলিয়া ও গড়ানিয়া এবং শঠিত ও ভগ্ন কাষ্ঠাদি দ্বারা নির্ম্মিত, কম্পিত ও পতিত প্রায় এবং তাহার প্রত্যেক পার্শ্বে একটা অতলস্পর্শ খাত থাকা বোধ হইয়াছিল, তাহা আর সেরূপ কদর্য্য জ্ঞান হয় না, প্রত্যুত তাহা এক মহান নির্ম্মাতার কার্য্যস্বরূপ বোধ হইতেছে। ঐ সেতুর মূলভিত্তি প্রশস্ত ও দৃঢ়, উহার অংশ সকল যথাযোগ্য ও সুদৃশ্য এবং এতাদৃশ নির্ম্মল শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত যে তাহা পূর্ব্বে কখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহার মধ্যস্থলে একটি স্বচ্ছ ব্যবধান দ্বারা দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে, তাহার দক্ষিণ ভাগে উজ্জ্বল মূর্ত্তি আত্মা সকল পার হইয়া যাইতেছে, ও বামভাগে মনুষ্যগণ গমনোদ্যত হইয়াছে।

ঐ সাঁকো নূতন, উহার সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্ব দ্বারা নিকটস্থ প্রদেশের লোক সমূহ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং উহার অপূর্ব্ব গঠন দ্বারা অনেক আত্মা চমৎকৃত হইয়া উহাতে কিরূপে গমনাগমন হয়, দেখিবার জন্য মিলিত হইয়াছে।

উক্ত সেতু যে পুরাতন ও ভগ্ন দেখাইতেছিল,

তাহা ভ্রমমাত্র। যাহারা তাহা পার হইতে যায়, তাহারা উহাকে কম্পমান বোধ করিয়া আপনাদের পতন আশঙ্কা করে, আর পথপ্রদর্শকদিগের প্রতি অত্যল্প বিশ্বাস থাকা প্রযুক্ত তাহা বিপদ জনক দেখায়। কিন্তু যথার্থতঃ তাহাতে কোন শঙ্কা নাই।

ঐ সেতু প্রবেশস্থলে একটী বৃদ্ধ মনুষ্য দণ্ডায়মান আছে, সে প্রত্যেক যাত্রীকে একটি যষ্টি দিতে চাহে। যাহারা ঐ যষ্টি গ্রহণ করতঃ দৃঢ়রূপে ধারণ করে, তাহারা নির্ভয় ও নির্ব্বিঘ্নে সেতু উত্তীর্ণ হয়।

আমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উপহাস্য করিয়া কহিল "হে মর্ত্ত্য! এই যষ্টির নাম "সম্পূর্ণ বিশ্বাস।" যাহারা ইহাকে অবলম্বন করে, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে গমন করে, আর যাহারা তাহা ব্যবহার করে না, তাহারা গমনকালে পদস্খলিত হইয়া পতিত হয়, অথবা সেতুর জীর্ণাবস্থা ভ্রমে কম্পিত কলেবরে স্থিতি করে"।

তুমি বিশ্বাসের যষ্টি গ্রহণ কর, উহা তোমার সেতু পারকালে সাহায্য করিবে *।

২৩। টেলিগ্রাফিক্ অর্থাৎ বার্ত্তাবহ মিডিয়ম।

---

* Spiritualisms, By Judge Edmonds and Dr. Dexter. Vol. 2. P. 429.

ইহারা লিপি বা বাক্য প্রয়োগ না করিয়া অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে পারে।

উদাহরণ। নিউইয়র্ক নগরের ডাক্তর এস বি, ব্রিটেন, উক্ত শ্রেণীর এক জন মিডিয়ম্। তিনি স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে একবার যখন তিনি ওয়াটর্‌-বেরি গ্রামে কিয়দ্দিবস বাস করেন, তখন ঐ গ্রামের এক যুবাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইল, কিন্তু তাহার বাস বা কর্ম্ম স্থান কিম্বা তাহার নাম অজ্ঞাত থাকায় তিনি তাহার নিকট কোন লোক প্রেরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। এই শঙ্কট অবস্থায় তিনি উক্ত ব্যক্তিকে নিকটে আনিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাহার প্রতি মনোভিনিবেশ করতঃ একাগ্রতা পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। দশ মিনিটকাল পরে আহূত ব্যক্তি তাঁহার আলয়ে আসিয়া তাঁহার তত্ত্ব লইল, অর্থাৎ ঐ বাটীর দ্বারে এক ভদ্রলোককে দেখিয়া ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল যে "ব্রিটেন্ সাহেব কি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন?" এবং ঐ ভদ্রলোকের প্রশ্নমতে সে আরও বলিল "অল্পক্ষণ হইল এস্থান হইতে পাদ ক্রোশ অন্তরে আমি আপন কারখানার কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ আমার মনে উদয় হইল যে আমাকে ব্রিটেন সাহেবের সহিত অবিলম্বে সাক্ষাৎ

করিতে হইবে। তখন আমার এমত জ্ঞান হইল যেন কোন অদ্ভুত শক্তি আমার মস্তিষ্কের অগ্রভাগ অধিকার করিয়া অনিবার্য্য বলপূর্ব্বক আমাকে এস্থানে আকর্ষিত করিতেছে। আমার কারখানায় অতি আবশ্যক কার্য্য উপস্থিত থাকাতে প্রথমে আমি ঐ প্রবৃত্তিকে নিবারণ করিতে যত্ন করিয়াছিলাম কিন্তু তদ্বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ চেষ্টা করিয়া দেখিলাম যে আমি কোনমতে কৃতকার্য্য হইব না। *।"

২২। ডিবেলোপিং অর্থাৎ স্ফূর্ত্তিকারী মিডিয়ম্। ইহার প্রভাবে অন্য ব্যক্তির মিডিয়ম শক্তি স্ফূর্ত্তি পায়। এই প্রকার মিডিয়মের কোন বিশেষ উদাহরণ প্রাপ্ত না হওয়ায় তাহা এস্থলে লিখিত হইল না।

২৩। প্রোফেটিক্ অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাদী মিডিয়ম। ইহারা আত্মার সাহায্যে ভাবী ঘটনা প্রকাশ করে অথবা তদ্বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেয়।

উদাহরণ। এস, বি, ব্রিটেন সাহেব যখন হোস্‌-ডেল নগরে কিয়ৎকাল বাস করেন, তখন নিম্নলিখিত ঘটনা অবগত হইয়াছিলেন। বুদ্ধিমান, সভ্রান্ত, ও সচ্চরিত্র, এবং খৃষ্টীয় সমাজের এক জন সম্ভ্রমতাপন্ন সভ্য, এমত একটী ভদ্র লোকের নিকট

---

* Dr. S. B. Brittan's Man and his Relations. P. 290

† (Vide "From Matter to Spirit." By C. D. P. 22.)

১৮৫৩ সালের ১৫ ই এপ্রেল দিবসে একটি আত্মা আসিয়া তাঁহার হস্ত বশীভূত করতঃ তদ্দ্বারা ভবিষ্যদ্বাক্য লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন “ ছয় সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে সমাধি স্থলে অনুগমন করিতে হইবে। ” এই কয়েকটি কথা লিখিত হইবামাত্র ঐ ভদ্রলোক মনে ভাবিলেন যে আত্মা অনর্থক আমার অন্তঃকরণে বেদনা দিতে চাহেন, যে হেতু কোন সদাত্মা এরূপ প্রত্যাদেশ কথন করেন না। এই বিবেচনা করিয়া তিনি সক্রোধে উক্ত শক্তির বিরোধী হইয়া উক্ত লিপি কার্য্যে বাধা দিলেন। কিন্তু উক্ত ছয় সপ্তাহকাল যত শেষ হইতে লাগিল তত তাঁহার মনে চিন্তা বর্দ্ধিত হইল। পরিশেষে যখন ঐকাল প্রায় অতীত হইল এবং সে পর্য্যন্ত তাঁহার পরিজনের মধ্যে কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় নাই, তখন তিনি নির্ভর হইলেন। পরন্তু আত্মা যেরূপ প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ঘটনাই উপস্থিত হইল, অর্থাৎ মে মাসের শেষ, দিবসে তাঁহার ছোট্ট পুত্র দৈবাৎ জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত ও সমাধিস্থ হইল। এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে উক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা আত্মা সেই পুত্র হীন পিতার নিকট আসিয়া পূর্ব্বকার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে “ যদি আত্মারা

ভবিষ্যৎ ঘটনা অগ্রে জানিতে পারিয়াছিলেন; তবে যাহাতে আমি ঐ বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারি এমত কোন সদুপায় আমাকে কেন অবগত করিলেন না? তিনি উক্ত প্রশ্নের এই উত্তর প্রাপ্ত হইলেন যে পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে তোমার বালকটি লোকান্তরিত হইয়াছে, তাহা নিবারণ করিতে ইহলোকে বা পরলোকে কাহারও ক্ষমতা নাই। এমত অবস্থায় আত্মারা এইমাত্র করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে উক্ত ঘটনা যাহা মনিবগণ অতিশয় ভয়ানক ও বিলাপ জনক বোধ করিয়া থাকে, তাহা তুমি উপযুক্ত দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য পূর্ব্বক সহ্যকরিতে পারিবে বলিয়া তোমার মনকে অগ্রে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম *।

২৪। ইলুমিনেটাইং অর্থাৎ আলোক প্রদর্শী মিডিয়ম। ইহা দ্বারা পরলোক গত আত্মার জ্যোতি প্রদর্শিত হয়।

১। উদাহরণ। কার্ব্বণেল নগরবাসী জেমস স্কট্ সাহেব নিম্নলিখিত ঘটনা জান, জোন্স সাহেবকে অবগত করিয়াছেন। "পূর্ব্বে পিতৃগণ কর্ত্তৃক জ্ঞাত হইয়াছিল যে উঁহারা এক অবধারিত দিবসে এমত কার্য্য প্রদর্শন করাইবেন যে তদ্বারা সমস্ত সন্দিগ্ধ-

* Jones, Natural and Supernatural, P. 429.

চেতাদিগের মনে উক্ত অলৌকিক কার্য্য বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিবে। তদনুসারে এক দিবস সন্ধ্যাকালে এক বিশেষ সভা আহূত হয়, তথায় সকল সভ্য উপবিষ্ট হইলে পর একটি স্ত্রী মিডিয়ম নিদ্রাবস্থা প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উক্ত মণ্ডলী মধ্যে যে দুই স্ত্রীলোকের আত্মাকৃত কার্য্যে অবিশ্বাস ছিল, তাঁহাদিগকে কহিলেন " তোমরা আমার সঙ্গে আইস " এই বলিয়া উক্ত নারীদ্বয়কে এক শয়নাগারের মধ্যে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, তাহাতে ঐ গৃহ সম্পূর্ণ অন্ধকারময় হইল। কিঞ্চিৎকাল পরে তাঁহারা দেখিলেন যে একটা আলোক ঘূর্ণিতভাবে ছাদের উপর হইতে নামিয়া এক খট্টাস্তম্ভের উপর অবস্থিত হইল, এবং ত্বরায় ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক এক বালকের মস্তক, মুখ ও বক্ষস্থলের কিয়দংশের আকার স্পষ্ট রূপে ধারণ করিল, ইহাতে ঐ দুই নারীর মধ্যে এক জন স্বীয় মৃত শিশুসন্তানের মূর্ত্তি বলিয়া চিনিতে পারিলেন। সেই মূর্ত্তি মৃত বালকের সহিত এমত সুসদৃশ বোধ হইল যে উহার জননী অপত্য স্নেহে অভিভূত হইয়া তাহাকে স্বীয় বাহুপাশে বদ্ধ করিতে উদ্যতা হইলেন। কিন্তু মিডিয়ম্ তাঁহাকে তৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন উক্ত স্ত্রীদ্বয় কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিতে করিতে দেখি-

লেন যে আর একটী আলোক ছাদ হইতে অবরোহণ করতঃ শয্যাতে বিস্তৃত ও পরিশেষে একটী মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। এই মূর্ত্তিকে অপর স্ত্রী নিজ স্বামীর মৃত ভগিনী স্বরূপে চিনিতে পারিলেন। উভয় স্ত্রী উক্ত দুই মূর্ত্তির প্রতি কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিলে পর উহারা ধীরে ধীরে ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়া ক্রমশঃ একাকারে মিলিত ও অন্তর্হিত হইল *।

২৫। আইটিনরেন্ট অর্থাৎ ভ্রমণকারী মিডিয়ম। ইহারা পীড়িত, সন্তাপিত, প্রলোভিত, পতিত ও মুমূর্ষু প্রভৃতি বিপদ্‌গ্রস্ত লোকের নিকট আত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়।

উদাহরণ। জান্ জোন্স সাহেব নিউইয়র্ক নগরের ডাক্তর এস, এস, লাইয়ন্ সাহেবের নিকট পশ্চাল্লিখিত আশ্চর্য্য ঘটনা অবগত হইয়া স্বীয় গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। কিয়ৎ কাল হইল ডাক্তর লাইয়ন্ ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরে গমন করিয়া "জেরার্ড হৌস" নামক পান্থশালায় অবস্থিতি করেন। এক দিবস বহু ভ্রমণে শ্রান্ত হইয়া ঐ বাটীর এক কুঠরির মধ্যে বসিয়া ঢুলিতেছেন, এমন সময়ে মরেল্ নামক এক ব্যক্তি হঠাৎ গৃহ মধ্যে প্রবেশ ও তাঁহার স্কন্ধ-

* J. Jones, Natural and Supernatural, P. 403

দেশে হস্তার্পণ করতঃ জাগরিত করিয়া কহিল। " বি বী হ্যাকিন্স পীড়াতে অতিশয় ক্লেশ পাইতেছেন তাহার ঔষধের ব্যবস্থা জন্য আপনাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। ঐ স্ত্রী এখান হইতে এক ক্রোশ দূরে আছেন। আমি এক অনিবার্য্য শক্তির প্রভাবে তাঁহাকে ছাড়িয়া এত দূর পথ চলিয়া আসিয়াছি ইহার কারণ প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, আমার পাদদ্বয় অবাধ্যরূপে চলিতে লাগিল, যখন আমি এই বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, তখন অন্যত্র আর চলিল না, সুতরাং এই পান্থশালার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল। ইহাতে পূর্ব্বমত পাদচালনা দ্বারা এই ভবনের সিঁড়ি আরোহণ পূর্ব্বক অন্যান্য ঘর দিয়া এই ঘরের নিকট উপস্থিত হইলে পদচালনা স্থগিত হইল। পরে ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া তন্মধ্যে আপনাকে দেখিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে বিবী হ্যাকিন্সের চিকিৎসার জন্য আমি আত্মা কর্ত্তৃক আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি।" এই কথা শুনিয়া ডাক্তর সাহেব তৎক্ষণাৎ মরেল সাহেবের সমভিব্যাহারে উক্ত পীড়িতার নিকট গমন করিয়া দেখিলেন যে তিনি রোগযন্ত্রণায় অতিশয় কাতরা হইয়াছেন, তাহাতে ডাক্তর সাহেব অল্পক্ষণে কেবল হস্তচালনা দ্বারা তাঁহার বেদনার উপশম করিলেন।' পর দিবস তিনি

গনর্ণায় রোগীর নিকট আসিয়া অবগত হইলেন যে তিনি গত রাত্রিতে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ব্যাধি বাহ্যে প্রকাশ পাইয়া তাহার প্রক্রান্ত লক্ষণ সকল ব্যক্ত হইয়াছে, ইহাতে ডাক্তার এক সামান্য ঔষধ দিয়া সেই দিবসেই নিউইয়র্ক নগরের নিজ ভবনে যাত্রা করিলেন। তথায় পৌছিয়া দেখিলেন যে কানেক্টিকট প্রদেশের ব্রীজপোর্ট নগরের রবী পোর্টর তাঁহার বাটীতে আসিয়াছেন। তিনি এক আত্মার বক্তাপন্ন হইয়া ফিলেডেলফিয়া নগরে ইতিপূর্ব্বে উক্ত যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, তাহা সমুদয় বর্ণন করতঃ বলিলেন যে আগামী কল্য আপনি উক্ত নগরের এক পত্র প্রাপ্ত হইবেন, তদ্দ্বারা পীড়িতা নারীর স্বাস্থ্যলাভ করার সংবাদ পাইবেন। বাস্তবিক কথিত সময়ে ঐ প্রকার লিপি প্রাপ্ত হইলেন।*

২৬। সাইকোলজিকেল্ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক নিয়ম। ইহার মর্ম্ম আধ্যাত্মিক নিয়মানুসারে আত্মা কর্ত্তৃক এরূপ অধিকৃত হয় যে সে যাহা উপদেশ করে, তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞান করে ও তদনুসারে সে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

উদাহরণ। ফিলেডেলফিয়া নগরবাসী উক্ত

* J. Jones's Natural and Supernatural. P. 170.

শ্রেণীর একজন মিডিয়ম এ, জে ডেবিস সাহেব ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৫এ মার্চ্চ দিবসে যে এক পত্র লিখেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

" এক দিবস প্রাতে আমি গৃহ হইতে কর্ম্ম স্থানে যাইতে ছিলাম, এমন সময়ে অতি উন্নত ও প্রগাঢ় ভাব সকল হঠাৎ আমার মনে উপস্থিত হইল। ঐ সকল ভাব প্রকাশক প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক পদ এমত সুস্পষ্ট ও বলবান বোধ হইল যে আমি অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া তৎপ্রতি কর্ণপাত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উক্ত ভাব নিচয়ের বক্তা আপনাকে পৃথিবীর পূর্ব্বস্থিত এক জন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির আত্মারূপে পরিচয় দিল এবং মেক্সিকো দেশের দুরবস্থাই তাহার প্রসঙ্গ, ও ঐ দেশকে ইউনাইটেড ষ্টেটের সহিত সংযুক্ত করাই তাহার উদ্দেশ্য, যে হেতু ইহা ভিন্ন তত্রত্য লোকের শান্তি ও উন্নতি সাধনের অন্য উপায় ছিল না। তৎকালে আমার মনে উক্ত অভিপ্রায় এমত দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইতে লাগিল, যে স্বীয় নাড়ী স্পন্দনের ন্যায় যেন তাহার প্রত্যেক বাক্য মস্তিষ্কের উপর স্পষ্টরূপে অভিঘাত হওয়া বোধ হইল, এবং আমি চক্ষু দ্বারা কোন বন্ধুকে যেমন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই তদ্রূপ আমার নিকট কোন জ্ঞানবান পুরুষের উপস্থিতি জানিতে পারি-

লাম। উক্ত ব্যাপার এমন আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত যে এক এক সময় যখন আমি লিখিতে থাকি, তখন বোধ হয় যেন কোন শক্তি কখন আমার বামভাগে কখন বা দক্ষিণ দিকে, কিন্তু সর্ব্বদাই আমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে থাকিয়া আমার মনের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। এই ভাব আমার পক্ষে অতিশয় মনোহর ও সুখকর জ্ঞান হইল এবং সেই অবস্থায় আমি কয়েকটি মহাত্মার উক্তি স্বরূপ অনেকগুলি লিপি করি, তন্মধ্যে আমার রক্ষক আত্মা যে সকল উপদেশ আমার নিকট ব্যক্ত করেন, তাহার মর্ম্ম আপনাকে অবগত করিবার জন্য তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম যথা, "তুমি মনুষ্যের উপকারের নিমিত্ত এবং দারিদ্র্যে পতিত, উত্ত্যক্ত, কারাগার ও অন্ধকূপে রুদ্ধ এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ প্রভৃতি বিপদগ্রস্ত লোকদিগের জন্য লেখনী ধারণ কর। তুমি মনুষ্যকে যেখানেই দেখিবে, তাহাকে একাকী পরিত্যাগ করিবে না। আত্মার সম্পর্কে, মানব জাতির বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে, এবং অন্যান্য অনেক কারণে তাহারা তোমার ভ্রাতা হয়।" এই লিপি অতি দ্রুত ও নিঃসংশয়রূপে লিখিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমি পূর্ব্বে কোন চিন্তা করি নাই, ইহাতে ভাষা ঘটিত যে দোষ থাকুক লিপির ভাবে যে যথার্থ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, তাহার কোন সন্দেহ

নাই। আমার নিকট যে সকল পিতৃগণ উপস্থিত হয়েন, মেক্সিকো দেশের অবস্থার প্রতি তাঁহাদের সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি। যৎকালে এই আশ্চর্য্য লিপি আমা কর্ত্তৃক লিখিত হয়, তৎকালে এমত কোন ঘটনা আমি অবগত ছিলাম না, যদ্দ্বারা উক্ত দেশের নিমিত্ত আমার মনে সে প্রকার চিন্তার উদয় হইতে পারে। এক এক সময়ে উক্ত হতভাগ্য দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতাদিগের দুরবস্থা ও শাসনকর্ত্তাদিগের স্বার্থ-পরতা আমার মনে এমনি প্রবলরূপে মুদ্রিত হইয়া-ছিল যে আমি তাহাতে দয়ার্দ্র চিত্তে বিলাপ না করিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।" *

২৭। সাইকোগ্রাফিক্ অর্থাৎ মনোবৃত্তি বর্ণনকারী মিডিয়ম। ইহারা দূরস্থিত ব্যক্তির হস্তাক্ষর ও মস্ত-কের কেশ প্রভৃতি দর্শন পূর্ব্বক তাহার চরিত্রাদি বর্ণন করে।

উদাহরণ। বিবী মেটলর এই শ্রেণীর এক জন মিডিয়ম। এক দিবস তাঁহার নিকট ইংলণ্ডের বিখ্যাত সদ্বক্তা ও অসাধারণ ক্ষমতাবান্ লার্ড ব্রোহেমের একখানি পত্র আনীত হয়। ঐ পত্র কাগজের আব-রণ মধ্যে থাকে, তাহার উপরে উক্ত লার্ডের হস্তাক্ষরে

* Davis's Present Age & Inner Life. P. 163.

শিরোনামা লিখিত ছিল। উক্ত আবরণ লাহা দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকাতে বিবী নেটলর্ লেখকের নাম বা পদ পূর্ব্বে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই। তাঁহাকে কেবল লিপি কোষের উপরিস্থ হস্তাক্ষর পাঠ করিতে দেওয়া গিয়াছিল, তাহাতে তিনি ঐ পত্র স্বীয় ললাটে স্থাপন পূর্ব্বক এইরূপ বর্ণন করিলেন।

"যে ব্যক্তির এই হস্তাক্ষর, তিনি প্রবল ও প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন, ও স্থিরস্বভাব। তিনি সকল বিষয়েরই মর্ম্ম শীঘ্র বুঝিতে পারেন, এবং আপন মনের ভাব সকল সহজ ও সুবিস্তাররূপে ব্যক্ত করিতে সক্ষম হয়েন। তিনি সদ্বিবেচক, এবং তাঁহার অন্তঃকরণ স্বার্থ-সাধনে আবদ্ধ নহে, প্রত্যুত উদারতা ও দয়াতে পরিপূর্ণ। তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী হইতে পারেন না। তিনি বুদ্ধিবৃত্তির সমধিক পরিচালনা করেন, এবং বিবেকই তাঁহার কার্য্যের প্রবর্ত্তক। তিনি যাহা ন্যায় বলিয়া জানেন, তাহার বিপরীত কোন মত, ও বিনা কারণে কোন বিষয় গ্রাহ্য করেন না। তাঁহার দৃঢ়তা ও স্বাধীনতা অধিক পরিমাণে আছে, তাঁহার দয়াবৃত্তির উত্তেজনা করিলে তিনি কাতর হয়েন। তাঁহার প্রকৃতি সাহসযুক্ত ও কথাবার্ত্তা সুখদ। তিনি সর্ব্বদা গম্ভীর চিন্তাতে রত। তিনি সাংসারিক সুখ ভোগে অনুরাগী বটেন কিন্তু আমি বোধ করি তিনি

সে সুখে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি কখন কখন বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া বিরলে বাস করত; স্বীয় সরল স্বভাবানুমত সহজরূপে সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছুক হয়েন। শিশুগণ তাঁহার অতিশয় প্রীতিকর, উহাদের নির্দ্দোষিতা হেতু তিনি উহাদিগকে অতিশয় ভাল বাসেন। তিনি একটি বুদ্ধিমতী স্ত্রীর দর্শনে প্রীতি লাভ করেন, উহার সদ্‌গুণই ঐ প্রীতির কারণ। তিনি বন্ধুতার অনুরাগী, এবং যাহাকে একবার বন্ধু স্বরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার প্রতি সহজে বিমুখ হয়েন না। তাঁহার শৃঙ্খলানুভাবকতা ও যথাকালে কার্য্যকারিতা বৃত্তি বলবতী। গান বাদ্য তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করে, এবং তাহাতে করুণ রস থাকিলে তিনি অশ্রুপূর্ণ হয়েন। তাঁহার বিলক্ষণ বর্ণজ্ঞান থাকাতে তিনি চিত্র পটের এক জন সদ্বিচারক। তিনি ভূতকালের ঘটনা সকল উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে পারেন। তিনি উত্তম পরিহাস বা শ্লেষ শুনিয়া তুষ্ট হয়েন, এবং নিজেও এক জন সদ্বক্তা ও খ্যাত্যাপন্ন লোক। তাঁহার বক্তৃতা শক্তি মহীয়সী, এবং তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও প্রবল।”

এই বিবরণ লার্ড ব্রোহেমের চরিত্রের প্রধান প্রধান লক্ষণের সহিত সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হইয়াছে। লার্ড আশবর্টন ও ডিজরেলি সাহেবের হস্তাক্ষর

দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রকৃতিও উক্ত বিবী কর্ত্তৃক যথার্থরূপে বর্ণিত হইয়াছিল।*

২৮। স্পীকিং অর্থাৎ বক্তা মিডিয়ম। ইহারা কখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও কখন বা বাহ্যজ্ঞানযুক্ত থাকিয়া আত্মার বাক্য সকল প্রকাশ করে।

উদাহরণ। ডাক্তর ডেক্সটর প্রথমে লেখক পরে বক্তা মিডিয়ম হন। তাঁহার দ্বারা ওয়াশিংটন্ প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত মৃত ব্যক্তির আত্মার অভিপ্রায় সকল ব্যক্ত হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২১ এ আগষ্ট দিবসে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান আলোচনা মণ্ডলীতে তিনি লার্ড বেকনের উক্তিস্বরূপ যে সকল কথা কহেন, তাহাই এস্থলে লিখিত হইল।

"পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে যে উন্নতির চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, তাহা তাঁহার অসীম শক্তির যেমন উত্তম প্রমাণ,সৃষ্টির সমস্ত কার্য্য এককালে পরিসমাপ্ত হইলে তেমন হইত না। যদি এই পৃথিবী একবারে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে ইহার নূতন নূতন বেশ আর দৃষ্টিগোচর হইত না। প্রকৃতি নূতন নূতন মূর্ত্তিও আকার ধারণ করতঃ উন্নতির লক্ষণ প্রদর্শন না করিয়া ক্রমশঃ ক্ষয় দশা ও অবনতি প্রাপ্ত হইতে

* Davis's Present Age and Inner Life. P. 173.

থাকিত, এবং এত দিনে পৃথিবীর সমুদায় উপরিভাগ ও তাহার গভীর দেশ পর্য্যন্ত বিনাশাবস্থায় উপনীত হইত।

সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার সৃষ্টি কৌশলে যে সকল মহৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রত্যেক পদার্থ অবিনশ্বর থাকিবার যে শক্তি তাহার প্রকৃতিতে নিহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই কারণ বশতই পৃথিবী ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত সকল চূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ ও ধরণী পৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হয় না। ফলতঃ জড় পদার্থে যে কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা উহা কোন এক নূতন সংযোগে প্রবিষ্ট অথবা পুরাতন মিশ্রপদার্থের অংশ হইয়া স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা জীবিত, বর্দ্ধিত, ও স্ফুরিত হওত স্বজাত্যুৎপাদন করে। ইহাই পরমেশ্বরের মহতী শক্তির নিদর্শন। উক্ত আশ্চর্য্য শক্তি কি সজীব কি নির্জীব সকল বস্তুতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভূপৃষ্ঠে পূর্ব্বে যে সকল প্রাণী ছিল ও এক্ষণে যাহারা বর্ত্তমান আছে, সকলেতেই উন্নতির বীজ লক্ষিত হইতেছে।

ইহা আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ সিদ্ধ এই অবনী মণ্ডলে অনেক লোক (বিদ্বান লোক) আছেন, যাঁহারা কি সজীব কি নির্জীব কোন পদার্থেই উন্নতির চিহ্ন স্বীকার করেন না। কিন্তু যদি মনুষ্য

পৃথিবীর সকল ভাগে প্রবেশ ও সকল স্থান ও অবস্থা অনুসন্ধান করিতে পারে, এবং ভূস্তর মধ্যে পৃথিবীস্থ যে সকল প্রাথমিক জীবের মৃত শরীর প্রোথিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া একাল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ জীব শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত উন্নতির চিহ্ন উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়, তাহাহইলে অত্যন্ত সংশয়বাদীরও মনে প্রতীতি হইবে যে পৃথিবীর যেস্থানে কোন জীব প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই জীব কাল ও অবস্থা সহকারে নূতন গুণ ও নূতন সংযোগ ধারণ করিয়াছে, এবং অদ্য পর্য্যন্ত সেই প্রকার উন্নতির সোপানে এক এক পদ অগ্রসর হইতেছে।

কিন্তু তোমাদের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে কি নিমিত্ত এ সকল হইতেছে? মনুষ্য বা জীব সমূহের ন্যায় সৃষ্টির অন্য কোন অংশে ঐ প্রকার উন্নতির চিহ্ন তুমি কি দেখাইতে পার? হাঁ ইহার উত্তর অতি সহজ। কি প্রাণি রাজ্য, কি উদ্ভিদ, কি খনিজ, সৃষ্টির এমন কোন অংশ নাই যাহাতে উন্নতির অক্ষয় চিহ্ন মুদ্রিত না আছে। এবং ইহাও যথার্থ যে দেশ ভেদে, কর্ষণ প্রণালী ও মৃত্তিকা ভেদে উদ্ভিদের আদি প্রকৃতি অনেক পরিবর্তিত হয়। যদি ভারতবর্ষজ কোন উদ্ভিদ কামেড়া দেশে লইয়া গিয়া তথায় রোপণ কর, আর

যদি সেখানে তাহাকে জীবিত রাখিতে পার, তবে কিয়ৎ বৎসরের মধ্যে ঐ উদ্ভিদ এত ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিবে যে তাহার পূর্ব্বকার আকার ও গুণের কোন চিহ্ন থাকিবে না। শৃগাল হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর বিষয়েও ঐ প্রকার। তুমি যত উত্তরে গমন করিবে ততই উষ্ণদেশীয় ঐ সকল জীবের বাহ্য আকার এত পরিবর্ত্তিত দেখিবে যে তাহাদিগকে চিনা কঠিন বোধ হইবে।

আর তোমাদের মনে এ প্রশ্নও উদিত হইতে পারে যে এমন কেন হয়? আমি তাহার এই উত্তর দেই, পার্থিব পদার্থের বাহ্যোন্নতির এই সকল দৃষ্টান্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে পুস্তক স্বরূপ, যাহা পাঠ করিয়া পারলৌকিক বিষয় সকলের ঐরূপ অবস্থা জানিতে পারা যায়।"

এ প্রশ্নও জিজ্ঞাসিত হইয়াছে যে কত বৎসর পূর্ব্বে এই পৃথিবী মনুষ্যের আবাসের যোগ্য হইয়াছিল, এবং কত বৎসর হইতে ইহলোকে মনুষ্যের অবস্থিতির চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে? যে মনুষ্য অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থ অপেক্ষা এত অগ্রসর, যে মনুষ্য এক জীবন্ত আত্মার অধিকারী হইয়া অন্য-জীব অপেক্ষা অসীম শক্তি ধারণ করে, সেই মনুষ্য কোন্ কালে এই অবনী মণ্ডলে প্রথমে দণ্ডায়-

মান হয়? যদ্যপি আমরা পৃথিবীর গর্ভমধ্যে প্রবেশ করতঃ তথা হইতে গভীরতম ভূস্তর উত্তোলন করি, তবে আমরা দেখিব যে তাহাতে কালের কোন চিহ্ন অঙ্কিত নাই। যদি আমরা সমুদ্রের নীচে গমন করি, তবে উহার অন্ধকারময় ক্রোড় হইতে উক্ত প্রশ্নের কোন উত্তর না পাইয়া ফিরিয়া আসিব। যদি উচ্চতম পর্ব্বতোপরি আরোহণ করি, তবে সেখানেও কোন উত্তরের চিহ্ন পাইব না। যেখানেই আমরা গমন করি, যেখানেই আমরা অন্বেষণ করি না কেন, কোনমতে আমরা বলিতে পারি না যে কোন্ কালে মনুষ্য এই পৃথিবীতে প্রথমে অবতীর্ণ হইয়াছে। যে ব্যক্তি প্রকৃত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সূক্ষ্মদর্শী, যিনি সকল বিষয়ের অনুসন্ধান, পরীক্ষা, ও ইতর বিশেষ বিবেচনা করেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে যে গর্ব্বিত মনুষ্য স্বীয় আত্মার যোগে পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও উহার মানসিক শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর উপর একাধিপত্য করিতে চাহে, সেই মনুষ্যেরই নানা প্রকার ধর্ম্ম ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, যাহা উহার কার্য্যেতে প্রকাশ পায়, তাহা পৃথিবীস্থ প্রত্যেক জন্তুর প্রকৃতির সমষ্টি স্বরূপ মাত্র। যেহেতু তাহার চরিত্রে যে সকল মানসিক বৃত্তি অর্থাৎ রাগ, বৈরনির্য্যাতন, কাম,

ইচ্ছা, ধূর্ত্ততা, কৌশল, সাহস, নির্ভয়তা, চতুরতা, কপটতা, প্রেম, ঈর্ষা, হিংসা, অহঙ্কার ইত্যাদি প্রকাশ পায়, তৎসমুদায়ই ইতর প্রাণীদিগের স্বভাব হইতে অধিকার করা স্পষ্ট প্রমাণ।" *

২৯। ইন্‌স্পিরেশনল অর্থাৎ দৈবজ্ঞান প্রাপ্ত মিডিয়ম। ইহাঁরা স্বীয় আত্মাতে আধ্যাত্মিক ঐশিক ও শাশ্বত বিষয় সকলের সত্যতা জাজ্বল্যমান দেখিয়া তদনুযায়ী চিন্তন, অনুষ্ঠান, লিখন ও কথন করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহাদিগের বাহ্যেন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ বশে থাকে।

উদাহরণ। সর্ব্বকালীন সকল দেশের ধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মারা এই শ্রেণীভুক্ত। যথা মূসা, যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি। ইহাঁদিগের পবিত্র ও উন্নত আত্মাতে স্বর্গীয় ধর্ম্মভাব সকল পারলৌকিক জগৎ হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল।

৩০। ইম্প্রোবিজেশন্ অর্থাৎ সঙ্গীত বা কবিতাকারী মিডিয়ম। ইহারা কোন আত্মার প্রসাদে অগ্রে চিন্তা না করিয়া অনায়াসে সঙ্গীত বা কাব্য রচনা করে।

উদাহরণ। আমেরিকা দেশস্থ টি, এল, হারিস

* Spiritualism By J. Edmods and Dr Dexter.

সাহেব এই শ্রেণীর এক জন প্রসিদ্ধ মিডিয়ম। তিনি অত্যাল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি বৃহৎ কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ সকল পুস্তকে এতাদৃশ অসামান্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যে তাহা মনুষ্যের ক্ষমতার অতীত। চারি সহস্র চরণবিশিষ্ট "ইপিক আইদ্দি ষ্টারি হেবন" নামক কাব্য ২৪ দিবস ১৬ ঘণ্টা ১৬ মিনিটমাত্র কালের মধ্যে রচিত হয়। "লিরিক আব্দি মর্ণিংল্যাণ্ড" নামক কাব্য যাহাতে প্রায় পঞ্চসহস্র চরণ আছে, তাহা মিডিয়মের উক্তি মতে অপর ব্যক্তি দ্বারা ৩২ ঘণ্টাকালের মধ্যে লিখিত হয়। "দি গোল্‌ডেন্ এজ্" নামক দশ সহস্র চরণ-যুক্ত কাব্য এক শত ঘণ্টার অনধিককালের মধ্যে ঐ প্রকারে লিখিত হয়। কথিত আছে যে পলক, শেলী, বাইরণ, কোলরিজ প্রভৃতি মহাকবিদিগের আত্মার প্রভাবে উক্ত গ্রন্থ সকল রচিত হইয়াছিল*।

৩। নর্ম্মাল অর্থাৎ স্বাভাবিক মিডিয়ম্। ইহাঁরা বাহ্য লক্ষণ ব্যতিরেকে সর্ব্বদা প্রশান্ত ও গম্ভীরভাবে আপনাকে ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা সুরক্ষিত অনুভব করিয়া পারলৌকিক জগতের সর্ব্বব্যাপী সুখপ্রদ সমীরণ উপভোগ করেন।

* Dr. S. B. Brittan's Man and his Relations. P. 506.

উদাহরণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন কালীন ঋষিগণ এই শ্রেণীভুক্ত।

মিডিয়মের পরীক্ষা।*

অনেকে আপত্তি করেন যে যে সকল কার্য্য পিতৃগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হওয়া কথিত হইয়াছে, তাহা মিডিয়মদিগের কল কৌশল দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকিবেক। কিন্তু উক্ত বিষয়ে মিডিয়মের কোন প্রতারণা আছে কি না, এবং বাস্তবিক মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মার সহিত মনুষ্যের আলাপ পরিচয় হইয়াছে কি না, নিম্নলিখিত বিবরণ দ্বারা সে সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারিবেক।

প্রথম। ঘা মারার শব্দেও মৃত ব্যক্তির প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। যথা বলবান মনুষ্যের আত্মাকৃত শব্দ উচ্চ ও দৃঢ় হইয়া থাকে, শিশুর আত্মকৃত শব্দ মৃদু ও লঘু, শান্তস্বভাবের শব্দ ধীর ও সুস্থির, অধৈর্য্যের শব্দ দ্রুত ও চঞ্চল ইত্যাদি।

দ্বিতীয়। ব্যক্তিদিগের নাম ও বয়স এবং ঘটনার কাল ও স্থান ইত্যাদি যথার্থরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার বিবরণ এই. কথন প্রশ্নের উত্তর বাক্য ও অন্য

† Spiritual Tracts No 10. P. 33.

কতকগুলি বাক্য ভিন্ন ভিন্ন কাগজ খণ্ডে লিখিয়া পৃথকরূপে মোড়ক করিয়া একত্র মিশ্র ভাবে রাখাতেও ঐ সকলের মধ্য হইতে ঈপ্‌সিত বাক্যের লিপিখণ্ড এককালে বহিষ্কৃত হইয়াছে। কখন প্রশ্ন ঘটিত অনেকগুলি নাম ক্রমে উচ্চারিত হইলে যথার্থ নামোচ্চারণকালে উত্তর স্বরূপ শব্দ হইয়াছে, কখন বাক্য বা লিপি ও কখন সঙ্কেত দ্বারা উত্তর বাক্য প্রাপ্তি হইয়াছে। অনেক স্থলে মিডিয়ম নিজে উত্তর বাক্য অজ্ঞাত ছিল।

তৃতীয়। কোন লিপি কাগজের আবরণ মধ্যে রাখিয়া লাহা দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধ করিলে ঐ পত্র নিষ্কোষিত না করিয়াও তাহার সদুত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, এবং কখন কখন উত্তরের সহিত মূল পত্রের অবিকল প্রতিলিপি প্রকটিত হইয়াছে।

চতুর্থ। মিডিয়ম যে সকল ব্যক্তির নাম ও তাহাদের এখানে পূর্ব্ব অবস্থিতি অবগত ছিল না, ঐ সকল ব্যক্তির আত্মারা আপনাদিগের নাম, চরিত্র ও ঘটনার যে সকল বিবরণ মিডিয়মের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উহাদিগের পরিচয় নিশ্চিতরূপে প্রাপ্তি হইয়াছে।

পঞ্চম। দর্শনকারী মিডিয়ম অপরিচিত আত্মাদিগকে উপস্থিত দেখিয়া তাহাদের আকার প্রকার

বর্ণন করাতে ঐ সকলের বন্ধুবান্ধবগণে নিঃসংশয়-রূপে চিনিতে পারিয়াছে।

ষষ্ঠ। বক্তা ও লিপিকারী মিডিয়ম দ্বারা পিতৃগণের স্বভাব ও প্রকৃতি অভ্রান্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং কোন কোন স্থলে মৃতব্যক্তি জীবিতকালে যে প্রকার স্বর, মনের ভাব ও ভাষা প্রকাশ করিত, অবিকল তদনুরূপ ব্যক্ত হইয়াছে।

সপ্তম। এমন ঘটনা সকল মিডিয়ম কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে যাহা প্রশ্নকর্ত্তা ও মৃত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ জানিত না।

অষ্টম। প্রশ্নকর্ত্তার মনোগত ভাব সকল যাহা কেহ জানে না, তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে।

উপরের লিখিত বিবরণ দ্বারা প্রতীতি হইবেক যে ঐ সকল কার্য্য মিডিয়মের কৃত্রিমতা দ্বারা সম্পন্ন হওয়া কোন প্রকারে সম্ভাবিত নহে। ফলতঃ যদিও কেহ স্বার্থসাধন জন্য উল্লিখিত বিষয়ে কোন প্রতারণা করিয়া থাকে বা করে, তথাপি তাহাতে যথার্থ মিডি-য়মের প্রতি কোন দোষ স্পর্শ হইতে পারে না, যে হেতু অতি পবিত্র ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রবঞ্চক দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য সে ধর্ম্ম কখন অনা-দৃত হয় না।

মিডিয়ম শক্তির বিষয়।*

মনুষ্য কি প্রকার অবস্থাতে মিডিয়ম্ শক্তি প্রাপ্ত অর্থাৎ আত্মাশ্রয়ের যোগ্য হয়, তদ্বিষয়ে জজ এডমন্স ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২ রা এপ্রেল "নিউইয়র্ক ট্রিবিউন" নামক সংবাদ পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সারভাগ এস্থলে প্রকটিত হইল।

১। সাধারণতঃ মনুষ্য শরীরের যোগ ভিন্ন আত্মশক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহা না হইতেও পারে. যেহেতু ছানা অর্থাৎ ভূতাশ্রয় বাটীতে অলৌকিক কার্য্য দৃষ্ট হয় অথচ তথায় কোন মিডিয়ম থাকে না। কখন কখন ইতর জন্তুও উপদেবাবিষ্ট হয়। ইহার দৃষ্টান্ত প্রিবোষ্ট নগরের বিখ্যাত দর্শী মিডিয়ম্ কহিয়াছেন যে তাঁহার গৃহমধ্যে যে এক কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর ছিল, সে আত্মার আগমন জানিতে পারিয়া চীৎকার করিত এবং রাত্রিতে একাকী শয়ন করিত না।

২। মিডিয়ম্ শক্তি মানসিক অপেক্ষা শারীরিক প্রকৃতির উপর অধিকরূপে নির্ভর করে, কিন্তু ঐ প্রকৃতি কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহা নির্ণয় করা কঠিন, যেহেতু কি বুদ্ধিমান, কি নির্ব্বোধ, কি ধনী,

---

* Spiritual Tracts. No. 10. P. 13.

কি দরিদ্র, কি উচ্চ, কি নীচ বংশজ, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি শ্বেতবর্ণ, কি কৃষ্ণবর্ণ, সকল প্রকার লোকেরই মিডিয়ম শক্তি সমানরূপে স্ফুরিত হইতে দেখা গিয়াছে।

৩। উক্ত শক্তি অনুশীলন দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, যথা শব্দকারী মিডিয়মের সাহায্যে প্রথমে ক্ষীণ ও অস্পষ্ট শব্দ হইয়া পরিশেষে উচ্চ ও স্পষ্ট শব্দ উৎপন্ন হয়। সেই প্রকার প্রথমে মেজ যৎকিঞ্চিৎ নড়িতে আরম্ভ হয়, পশ্চাৎ অতিশয় বেগে দুলিতে থাকে। লেখক মিডিয়ম্ প্রথমে বড়শীর আকারে অস্পষ্ট অক্ষর টানিতে টানিতে পশ্চাৎ সহজে ও স্পষ্টরূপে লিপি করে। দর্শী মিডিয়ম প্রথমে আত্মাকে সূক্ষ্ম ও ছায়ার ন্যায় দর্শন করিয়া শেষে তাহার আকার পরিষ্কার রূপে দেখিয়া চিনিতে পারে ইত্যাদি।

৪। মনুষ্যের স্বভাব ও কার্য্য যেমন অসংখ্য প্রকার, উহার মিডিয়ম শক্তিও তদ্রূপ, অর্থাৎ দুই ব্যক্তির ঐ শক্তি অবিকল সমান হয় না, বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে কিছু ইতর বিশেষ অবশ্য দেখা যায়।

৫। এই শক্তি আপনা হইতে আইসে, আমাদের ইচ্ছা অনুসারে হয় না। আমরা উপযুক্ত নিয়ম

সকল পালন দ্বারা উক্ত শক্তি উদ্দীপনের সুবিধা করিতে পারি, এবং প্রতিকূল বিষয় দ্বারা তাহার ব্যাঘাত জন্মাইতেও পারি, কিন্তু আমরা উক্ত ক্ষমতা কখন স্বেচ্ছামত প্রাপ্ত হই না, এবং স্বেচ্ছামতে তাহা নিবারণ করিতেও সক্ষম হই না।

৬। কি আমেরিকা, কি ইউরোপ, কি আসিয়া, কি আফ্রিকা, পৃথিবীর যে কোন অংশে এই শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, সর্ব্বত্রেই ইহার সাধারণ লক্ষণ সকল এক প্রকার লক্ষিত হইয়াছে।

৭। যদিও উক্ত শক্তি শারীরিক প্রকৃতির উপর প্রধানরূপে নির্ভর করে, তথাচ তাহাতে মানসিক প্রবৃত্তিরও সংস্রব আছে। যেহেতু অনেক স্থলে স্বার্থপরতা নিবন্ধন ঐ শক্তি নিবৃত্ত হইতে দেখা গিয়াছে। জজ্ এডমণ্ডের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে যে এক জন মিডিয়ম পুনঃ পুনঃ নিষেধ না মানিয়া অর্থলোভী হওয়াতে সে উক্ত ক্ষমতা হইতে বিরহিত হয়, এবং যাবৎ তাহার চরিত্র সংশোধন না হইল, তাবৎ তাহার অবস্থা সেই প্রকার ছিল। সেইরূপ এক দরিদ্র বালিকা উক্ত শক্তি প্রাপ্ত হইলে পর তাহা দ্বারা এক বৃদ্ধা স্ত্রী অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল। ইহাতে ঐ মিডিয়ম উক্ত বৃদ্ধা হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, এবং তাহার ক্ষমতাও আর রহিল না।

৮। মিডিয়মের ইচ্ছা ব্যতিরেকেও তাহার মিডিয়ম শক্তি পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এমত দৃষ্ট হইয়াছে যে এক ব্যক্তি প্রথমে র‍্যাপিং ও টিপিং মিডিয়ম ছিল, পরে ক্রমশঃ লেখক, বক্তা, গানবাদ্যকারী, রূপধারী, পরিষ্কার দর্শী ভবিষ্যদ্বাদী প্রভৃতি মিডিয়ম হইল।

৯। যদিও অসুস্থতা সকল স্থানে উক্ত শক্তি উদ্দীপনের প্রতিবন্ধক না হউক, তথাপি শারীরিক স্বাস্থ্য তাহার অত্যন্ত অনুকূল সন্দেহ নাই এবং উক্ত শক্তি বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে তাহার কখন স্বাস্থ্যের হানি হয় না, ফলতঃ তাহার আতিশয্য হইলে অপকার জন্মে।

১০। এই শক্তি যখন যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তখনই পরলোকবাসীর সহিত মনুষ্যের আলাপ হওয়াই যে তাহার প্রধান তাৎপর্য্য, তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

অধ্যাত্মতত্ত্ব মণ্ডলীর বিবরণ। *

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান আলোচনার নিমিত্ত যে প্রকারে চক্র স্থাপিত করিতে হয়, এবং যে যে নিয়ম পালন করিলে আত্মার শক্তি উত্তমরূপে আবির্ভূত হইতে

* Spititual Tracts. No 10, P 10.

পারে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ এস্থলে লেখা যাই-তেছে।

১। উক্ত তত্ত্বানুসন্ধানের প্রথম অবস্থায় অল্প সংখ্যক লোক অর্থাৎ চারি জনের অন্যূন ও বার জনের অনধিক সমবেত হইয়া বসিলে ফলদায়ক হইতে পারে।

২। সাধারণতঃ উক্ত মণ্ডলীর সভ্য পুরুষ ও স্ত্রী সমান সংখ্যক হইলে ভাল হয়, এবং সমস্ত সভ্যেরা মেজের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে ও পরস্পরের হস্ত ধারণ অথবা মেজের উপর করস্থাপন পূর্ব্বক বসিলে আত্মার শক্তি সহজে অবতীর্ণ হইতে পারে।

৩। যে সকল ব্যক্তির তুল্য স্বভাব, ও পরস্পরের সহিত মনের মিল আছে এবং যাহারা সত্যানুসন্ধানে ঐকান্তিক যত্নবান ও ধৈর্য্যাবলম্বী ও অধ্যবসায়যুক্ত, তাঁহারা মণ্ডলীর সভ্য হইবার যোগ্য।

৪। যে ব্যক্তি অধ্যাত্মতত্ত্ব তুচ্ছজ্ঞান করে, কিম্বা যাহার মনে বিদ্বেষ ভাব আছে, তাহাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা উচিত নহে। যেহেতু প্রতিকূল ব্যক্তির সমাগমে আত্মার শক্তি বিদূরিত হয় ও উহার কার্য্যে বাধা জন্মে।

৫। এমত ঘটিয়া থাকে যে মণ্ডলীর মধ্য হইতে কোন সভ্য অবসৃত হইলে কিম্বা কোনব্যক্তি নূতন সভ্য

যোগ দিলে উক্তশক্তি প্রদর্শনের ব্যাঘাত জন্মে এবং ঐ শক্তি প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়া থাকিলে তাহাও স্থগিত হয়।

৬। মণ্ডলীস্থ সমস্ত সভ্যের শান্ত, কোমল ও ভক্তি ভাব হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং তজ্জন্য উত্তম গানবাদ্য ও উপাসনা মহোপকারী ও কখন কখন নিতান্ত আবশ্যক হয়।

৭। সভ্যের মধ্যে কাহারো কোনমতে মন্দোবিকার হইলে আত্মার শক্তি উদ্দীপনের ব্যাঘাত জন্মে।

৮। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মতত্ত্বানুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইতে চাহেন, তাঁহার কর্ত্তব্য যে তিনি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এবং পরীক্ষা দ্বারা যে সকল নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা পালন করেন, তাহা না হইলে তাঁহার চেষ্টা সফল হয় না।

৯। যে ব্যক্তি স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ সে কখন উক্ত বিষয়ে শুভ ফল লাভ করিতে পারে না, যেহেতু নির্ম্মল চরিত্র না হইলে পবিত্র আত্মাদিগের সহিত আলাপ হওয়া কোন প্রকারে সম্ভাবিত নহে।

১০। যখন আত্মার কার্য্য প্রদর্শিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন মণ্ডলীস্থ ব্যক্তি কোন উপদেশ প্রাপ্ত হইবার আবশ্যক বোধ করিলে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া

আত্মাদিগের নিকট হইতে উত্তর প্রাপ্ত হইতে পারেন। ✗

অধ্যাত্ম কার্য্য কি প্রকারে নির্ব্বাহিত হয় ?

প্রকৃত মিডিয়ম কর্ত্তৃক কোন প্রকার প্রতারণা না হইবার পক্ষে যে সকল হেতু দৃষ্ট হয়, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি মিডিয়মের শঠতা সম্ভাবিত না হইল, তবে উহার সহায়তায় কিরূপে আত্মার কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে ? অধ্যাত্মবাদীরা এ প্রশ্নের যে উত্তর দেন, তাহা বিস্তারিত করিয়া আমরা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ইহা স্মর্ত্তব্য যে আমাদিগের জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে পৃথিবীর যে সকল বিষয়ে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করি, আত্মার কার্য্যে তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয় না, সুতরাং এবিষয় উপমেয় বা সম্ভাব্য প্রমাণ ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা নিঃসংশয়রূপে স্থিরীকৃত হইতে পারে না।

এই অধ্যাত্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইবার বহুকাল পূর্ব্বে "মেস্‌মেরিজম" নামক এক প্রকার নিদ্রাকারী শক্তির আবিষ্কার হয়। ঐ অবস্থায় নিদ্রিতের দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার সহিত আত্মার কার্য্যের অনেক অংশে সাদৃশ্য আছে। এজন্য পাঠকবর্গের বোধ সৌকর্য্যার্থ অগ্রে মেসমেরিজম শক্তির কিঞ্চিৎ

বিবরণ এস্থলে লিখিত হইল। ১৭৬৬ খৃঃঅব্দে জর্ম্মণিদেশীয় বিখ্যাত চিকিৎসক ফ্রেডরিক আণ্টনি মেস্মর্ কর্ত্তৃক প্রথমে উক্ত শক্তি প্রকাশিত হওয়াতে উহা মেস্মরিজম নামে আখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণকার প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রবেত্তারা উহাকে "অ্যানিমল্ ম্যাগ্নেটিজম্" অর্থাৎ জীব সম্বন্ধীয় আকর্ষণী শক্তি বলিয়া উক্তি করেন। যে ব্যক্তি উক্ত শক্তি দ্বারা নিদ্রাপ্রাপ্ত হইবার যোগ্য, তাহাকে "সব্জেক্ট" অর্থাৎ নিদ্রাভাজন ও যিনি এ শক্তির চালনা করেন, তাঁহাকে "ম্যাগ্নেটাইজর" অর্থাৎ নিদ্রাকারক বলা যায়।

উক্ত নিদ্রাকর্ষণ করাইবার নিয়ম এই, নিদ্রাভাজনকে স্বচ্ছন্দভাবে বসাইয়া কিম্বা উত্তানরূপে শোয়াইয়া তাহার কপাল দেশ হইতে ক্রমে মুখের উপর দিয়া উদর কিম্বা পা পর্য্যন্ত নিদ্রাকারক আপন উভয় হস্ত এরূপে সঞ্চালিত করিবেন যেন তাঁহার হস্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগ সকল উহার গাত্র স্পর্শ না করে অথচ যত নিকট দিয়া হইতে পারে ঘেঁসিয়া যায়। অথবা ঐ প্রকারে কপালের উভয় পার্শ্ব দিয়া নামিয়া বাহুদ্বয়ের উপর চালিত হইতে পারে। এই কার্য্য নিদ্রাকারক স্থিরচিত্তে ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত নির্ব্বাহ করিবেন। নিদ্রাভাজনও সম্পূর্ণরূপে সহিষ্ণু হইবেন,

ও তথায় কোন শব্দ বা গোলযোগ থাকিবে না। উক্ত জন্ত চালনাকালে নিদ্রাভাজন নিদ্রাকারকের নেত্রের প্রতি স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে ও নিদ্রাকারকও তাহার প্রতি দৃঢ়রূপে তাকাইয়া থাকিবেন। কিয়ৎকাল এই প্রকার করিলে ভাজন স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে উষ্ণতা বা শীতলতা স্পর্শ করিবে কিম্বা তাহার গাত্রে সূচীবেধের ন্যায় বেদনা অথবা টন্ টনানি, শড় শড়ানি বা অসাড় বোধ হইবে। তাহার পর ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ হইয়া অচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

উক্ত কার্য্য সুসিদ্ধ হইবার জন্য দুইটী বিষয় নিতান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম নিদ্রাভাজনের সহিষ্ণুতা ও তৎকার্য্যে সম্মতি। দ্বিতীয় নিদ্রাকারকের বিশেষ একাগ্রতা। তদ্ব্যতিরিক্ত উক্ত কার্য স্থলে কোন প্রকার শব্দ মাত্র থাকিবেক না, যেহেতু বাহিরে পথিক লোকের গমনাগমন কিম্বা সভাস্থ ব্যক্তিদিগের অতি মৃদুস্বরে কথোপকথন বা নড়ন চড়ন অথবা পরিচ্ছদের শব্দেতেও উক্ত কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে।

ইংরাজী ভাষায় উক্ত নিদ্রাবস্থাকে "সমন-বুলিজম্" অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ* কহে, কিন্তু

* যাহাকে এদেশে নিশিতে পাওয়া বলে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি নিদ্রাবস্থাতে স্থানান্তরে গমন ইত্যাদি শারীরিক ও

যথাযথতঃ উহাকে নিদ্রা-জাগ্রদবস্থা বলা যাইতে পারে, যে হেতু ইহাতে নিদ্রা ও জাগ্রৎ উভয় অবস্থার লক্ষণ লক্ষিত হয়। ঐ অবস্থায় নিদ্রিতের দ্বারা যেসকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার সার অংশ নিম্নে প্রকটিত হইল।

১। এই নিদ্রার অবস্থা সম্পূর্ণ স্থির ও শান্ত। ইহাতে নিদ্রিতের বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়, কিন্তু নিদ্রাকারক প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর প্রদান করে। পুনর্ব্বার জাগরিত হইলে নিদ্রাকালের কোন ঘটনা স্মরণ থাকে না।

২। উক্ত অবস্থায় নিদ্রিতের আত্মা নিদ্রাকারকের সহিত এমন সংমিলিত হয় যে সে আপনাকে এককালে ভুলিয়া যায়, এবং তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিতে পারে না, বরং কোন কোন স্থলে নিদ্রাকারকের নাম উচ্চারণ করে।

৩। নিদ্রিতের চক্ষু নিমীলিত থাকে, অথচ যেন দেখিতেছে এইরূপ বর্ণন করে, এবং কারকের স্বর ব্যতীত অন্য কোন শব্দ প্রায় শুনিতে পায় না।

৪। নিদ্রিতের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিলেও সে

মানসিক কার্য্য করে অথচ জাগ্রৎ হইলে তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও স্মরণ থাকে না। কোন কোন ব্যক্তির স্বভাবতঃ এই প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

জানিতে পারে না*। কিন্তু কারকের গাত্র স্পর্শমাত্র করিলে সে উপলব্ধি করে।

৫। নিদ্রিত নিদ্রাকারকের এত বশীভূত হয় যে সে তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে গাত্রোত্থান বা আপন হস্ত পদাদি চালনা করিতে কিম্বা বাক্য কহিতে পারে না এবং কখন কারকের নিকট আকৃষ্ট হয়, ও তাহাতে কোন বাধা পাইলে বল প্রকাশ করে।

৬। নিদ্রিতের অবস্থা নিদ্রাকারকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার তুল্য হয়, যথা নিদ্রাকারক আহার বা পান করিলে নিদ্রিত তৃপ্তি পূর্ব্বক আপন মুখ নাড়িতে থাকে, কোন সুগন্ধ পুষ্পের ঘ্রাণ লইলে আহ্লাদ ও দুর্গন্ধের ঘ্রাণ গ্রহণ করিলে অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করে। যদি নিদ্রাকারকের হস্তে আলপিন্ বিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে নিদ্রিত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ স্বহস্ত টানিয়া লইয়া তাহাতে হস্ত বুলায় এবং বেদনা প্রাপ্তির বাক্য উচ্চৈঃস্বরে কহে।

৭। নিদ্রিত নিদ্রাকারকের অথবা সে যাহার

* কয়েক বৎসর হইল ডাক্তর ইসডেল্ সাহেব এদেশের বহু সংখ্যক রোগীকে ঐ প্রকার অবস্থাতে আনিয়া অস্ত্র চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

সহিত তাহার আত্মার সংমিলন * করিয়া দেয়, তাহার মনোগত ভাব সকল ব্যক্ত করিতে পারে।

৮। কোন কোন নিদ্রিত ক্লেয়রবয়েন্ট অর্থাৎ পরিষ্কার দর্শীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহার চক্ষু মুদ্রিত থাকিলেও সে কি নিকটস্থ কি দূরস্থ সকল বস্তু দেখিতে পায় এবং দূরস্থিত ঘটনা সকল কহিতে পারে।

৯। ঐ অবস্থায় নিদ্রিত অন্যের পীড়া বর্ণন করিতে ও তাহার প্রতীকারের উপায় কহিতে সক্ষম হয়।

১০। কোন ব্যক্তির অঙ্গুরীয়, হস্তলিপি বা মস্তকের কেশ প্রভৃতি দ্বারা তাহার চরিত্র বর্ণন করিতে পারে।

১১। উক্ত অবস্থাতে নিদ্রিত কখন কখন ভবিষ্যদ্ ঘটনাও ব্যক্ত করিতে পারে, যথা উহার অথবা অপর ব্যক্তি যাহার সহিত তাহার আত্মা সম্মিলিত হয়, তাহার কোন পীড়া থাকিলে ঐ রোগ কোন

* অন্যের সহিত নিদ্রিতের সম্মিলন করিয়া দিবার প্রকরণ এই যে নিদ্রাকারক সেই ব্যক্তির হস্ত নিদ্রিতকে সমর্পণ করেন কিম্বা তাহার সহিত আলাপ করিতে বলিয়া দেন।

সময়ে উপস্থিত হইবে ও কতক্ষণ থাকিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারে *।

উপরের লিখিত বিবরণ দ্বারা প্রতীতি হইবেক যে মেস্মরিজম্ বা আনিমল মাগনেটিজম শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট ব্যক্তি নিদ্রাবস্থাতে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, নিডিয়ম কর্ত্তৃক সম্পাদিত কার্য্যের সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্য আছে। উক্ত শক্তির স্বরূপ কি তাহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিশারদেরা এপর্য্যন্ত স্থির করিতে পারেন নাই। ফলতঃ উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ ও লৌহ আকর্ষণী শক্তি প্রভৃতি যে কয়েকটী ভারত্ব বর্জ্জিত সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, উক্ত শক্তিও তৎশ্রেণী ভুক্ত সন্দেহ নাই।

জর্ম্মণি দেশীয় সুবিচক্ষণ পণ্ডিত রাইকেন্‌বাক্ অয়স্কান্তমণি ও স্ফাটিক প্রভৃতি বস্তু দ্বারা ঐরূপ নিদ্রা উৎপাদন করিয়াছেন, এবং যে শক্তি দ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহার নাম "ওডাইল "রাখিয়াছেন। তিনি বহুপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে উক্ত পদার্থ বা শক্তি সর্ব্বত্র ও সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহা উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ ও লৌহ আকর্ষণী শক্তির মধ্যেও আছে, অথচ ঐ সকল হইতে

* Treatise on Animal magnetism

ভিন্ন। ডাক্তর গ্রেগরি নিশ্চয় করিয়া কহিয়াছেন, যে ওডাইল ও আনিমেল মাগনেটিজম্ একই পদার্থ*।

উক্ত পদার্থের এক প্রকার ক্ষীণ আলোক বা জ্যোতি আছে, যাহা চুম্বক প্রভৃতি বস্তুতে প্রকৃতি বিশেষ বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে এবং উক্ত প্রকার নিদ্রা প্রাপ্ত অনেক ব্যক্তি নিদ্রাকারকের হস্তাঙ্গুলি ও চক্ষুতে এক প্রকার জ্যোতি দেখিয়াছে। আর ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উত্তাপ, আলোক, ও তড়িৎ প্রভৃতির ন্যায় উক্ত পদার্থের গতি সর্ব্বদিকে হয়, সুতরাং উহা এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে গমন করিতে পারে এবং যেমন ঐ সকল পদার্থ নিকটবর্ত্তী বস্তু সকলের পরস্পর সমান অবস্থা প্রাপ্ত করায়, যথা কোন দুইটী বস্তুর মধ্যে পরস্পর ন্যূনাধিক উত্তাপ থাকিলে অধিক উত্তপ্ত বস্তু হইতে কিছু উত্তাপ অল্প উত্তপ্ত বস্তু মধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয় বস্তুর সমান উত্তাপ জন্মায়। সেইরূপ দুই বস্তুর মধ্যে পরস্পর ন্যূনাধিক পরিমাণে ওডাইল থাকিলে এক হইতে কতক ওডাইল অপরগত হইয়া উভয়ের সমান অবস্থা হয়।

তড়িতের গুণও সেই প্রকার। যে বস্তু মধ্যে উহার স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা অধিক তড়িৎ

* Dr. Gregory's Letters on Animal magnetesm.

থাকে, তাহাকে তাড়িৎ-বিজ্ঞানশাস্ত্রে "পজেটিব্ " ও যাহাতে অল্প থাকে তাহাকে "নেগেটিব্" কহে। আনিমেল মাগনেটিজম বিষয়েও ঐ দুই শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে অর্থাৎ নিদ্রাকারককে পজেটিব ও নিদ্রাভাজনকে নেগেটিব বলা যায়। বোধ হয় উক্ত শব্দের পরিবর্ত্তে "সবল অথবা পুষ্ট" ও "দুর্ব্বল বা ক্ষীণ" ব্যবহার করিলে ইহার তাৎপর্য্য পাঠকবর্গের উত্তমরূপে বোধগম্য হইতে পারিবে।

যখন নিদ্রাকারক হস্তচালনা ও মনের একাগ্রতার দ্বারা স্বীয় শরীর হইতে ওডাইল বা আনিমেল মাগনেটিজম নিদ্রাভাজনের শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন, তখন উহার আত্মা কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিদ্রাকারকের আত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, সুতরাং নিদ্রিত আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া নিদ্রাকারকের সম্পূর্ণ অধীনে থাকে। অতএব আনিমেল মাগনেটিজমকে এক প্রকার মোহিনী শক্তি বলা যাইতে পারে, এবং উক্ত শক্তি অনেক ইতর জন্তুকে ব্যবহার করিতে দৃষ্ট হইয়াছে। ডাক্তর ব্রিটেন বলেন*

* পূর্ব্বকালে ডাইনে খাইবার বিষয় যাহা জনশ্রুত আছে তাহা উক্ত শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব বোধ হয় না।

যে, সর্প ও বিড়াল উহাদের ভক্ষ্য পক্ষী, ইন্দুর, কাঠবিড়াল প্রভৃতি জন্তুকে উক্ত শক্তি সঞ্চালন দ্বারা মোহিত করতঃ গ্রাস করিয়া থাকে। সর্প যখন ঐ শক্তি প্রকাশ করে, তখন আপন মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক ভক্ষ্যজীবের প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকে ও তাহার চক্ষু অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়। কিয়ৎক্ষণ ঐ প্রকার কটাক্ষপাত করিলে আক্রান্ত জীব একবারে মোহিত বা বিহ্বল হইয়া যায়, স্থানান্তর গমনে অশক্ত হয়, বরং ক্রমে সর্পের সন্নিহিত হইতে থাকে*।

আধ্যাত্মতত্ত্ববাদীরা বলেন, যে যেমন এক ব্যক্তি আনিমেল মাগনেটিজম দ্বারা অপর ব্যক্তিকে বশীভূত করে, সেইরূপ আত্মারাও উক্ত শক্তি দ্বারা মিডিয়মের মনকে অধিকার করতঃ তাহা দ্বারা আপনাদের অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করে। যেমন নিদ্রাকারক পজেটিব অর্থাৎ সবল ও নিদ্রিত নেগেটিব অর্থাৎ দুর্ব্বল, সেই প্রকার আত্মা সবল ও মিডিয়ম দুর্ব্বল, সুতরাং দুর্ব্বল সহজেই সবলের বশীভূত হয়, যেহেতু এই নিয়ম সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সবলতা বা দুর্ব্বলতা মানসিক বৃত্তির উপর অধিকরূপে নির্ভর করে।

* Dr. S. B. Brittan's Man and his Relations. P. 217.

জজ এডমন্স লিখিয়াছেন যে আত্মার কার্য্যে ইলেকট্রিসিটী অর্থাৎ তড়িৎ ও মাগনেটিজম অর্থাৎ লৌহ আকর্ষণী শক্তির বিশেষ যোগ আছে, যেহেতু তিনি দেখিয়াছেন যে তাড়িত যন্ত্র ও চুম্বক ব্যবহার করাতে মিডিয়ম শক্তি প্রকাশের সুবিধা হইয়াছে। তিনি আরো বলেন যে ঐ দুই শক্তির সহিত ওডাইলেরও সংস্রব আছে, এবং নিজে অন্ধকার ঘরে কোন কোন ব্যক্তির মস্তক ও হস্ত হইতে ওডাইলের জ্যোতি নির্গত হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

কোন কোন স্থলে আত্মার প্রতি উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন হইলে এই উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে উক্ত কার্য্য ইলেকট্রিসিটী দ্বারা সম্পাদিত ও ঐ শক্তি আত্মার হস্ত-দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কোন কোন লেখক মিডিয়ম্ কহিয়াছে যে যখন সে লিপি করে, তখন যেন এক প্রকার শক্তি উহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে হস্তের উপর আবির্ভূত হয়। কেহ বা ঘাড়ে একপ্রকার বেদনা ও শীতলতা অনুভব করে। কোন দর্শী মিডিয়ম বলিয়াছে যে যেন তাহার মুখ ও ভ্রূদেশের উপর কেহ শীতল বায়ু ব্যজন করিতেছে, তাহাতে সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নানাপ্রকার বস্তু দর্শন করে।

এ, জে, ডেবিস, যিনি অধ্যাত্মতত্ত্ববেত্তাদিগের

অহমণা. তিনি বলেন যে আমারা শব্দ ও মেজ
নাইত করণ প্রভৃতি যে সকল কার্য্য বাহ্যেন্দ্রিয়
গোচর হইয়া থাকে, তাহা ইলেকট্রিসিটী অর্থাৎ
তাড়িত শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই প্রকার কার্য্য
মিডিয়মের শারীরিক প্রকৃতিরই উপর নির্ভর করে,
তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উৎকর্ষ্যের অপেক্ষা
করে না, যেহেতু এস্থলে আত্মাদিগের অভিপ্রায়
সকল মিডিয়মের মনোমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া কেবল
বৈদ্যুতিক স্পন্দন দ্বারা প্রেরিত হয়। কিন্তু যখন
পারলৌকিক বিজ্ঞাপন সকল মিডিয়মের মনো দ্বারা
প্রেরিত হয় যেমন দর্শী ও ভবিষদ্বাদী প্রভৃতি
মিডিয়ম কর্ত্তৃক হইয়া থাকে, তখন মিডিয়মের মান-
সিক বৃত্তি সকলে যথোচিত পরস্পর মিল ও সাম-
ঞ্জস্য না হইলে উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় না। তিনি
আরো কহেন যে যৎকালে আত্মার কার্য্য প্রদর্শিত
হয়, তৎকালে মিডিয়মের শরীর হইতে তাড়িত পদার্থ
নির্গত হইয়া গৃহাকাশে ব্যাপ্ত হয়, এবং মণ্ডলীস্থ
ব্যক্তিদিগের গাঢ় মনোভিনিবেশ প্রযুক্ত তাহাদিগে
রও শরীর হইতে ঐ পদার্থ বহির্গত হইয়া তাহাতে
যুক্ত হয়। কিন্তু মন চঞ্চল হইলে উক্ত পদার্থ
মস্তিষ্কে আকৃষ্ট হয়, আর মানসিক কার্য্য স্থগিত
থাকিলে উহা মস্তিষ্ক হইতে নামিয়া শরীরস্থ সমস্ত

স্নায়ুতে সঞ্চালিত হইয়া পরিশেষে আকাশে মিশ্রিত হয়। এই হেতু মিডিয়মের মন উত্তেজিত হইলে আত্মার কার্য্য স্থগিত হয়।

অতএব মনুষ্য কর্তৃক কোন বিষয়ের প্রশ্ন হইলে আত্মারা তাহার উত্তর যে নিয়মে প্রদান করেন, তাহা সহজ, প্রাকৃতিক ও দার্শনিক শাস্ত্র সম্মত এবং যুক্তি-সিদ্ধ। প্রতিদিন "ম্যাগনেটিক টেলিগ্রাফ" দ্বারা যে নিয়মে নানাস্থানে সংবাদ প্রেরিত হইতেছে, তাহা অপেক্ষা উক্ত ব্যাপার কিছু অধিক জটিল বা অধিক বিস্ময়কর নহে। এবিষয়ে অ্যালমমন যাহা কহিয়াছেন, এবং যাহাতে ডেবিস সাহেব অনুমোদন করেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"তাড়িত শক্তি দ্বারা পরলোকবাসীদিগের সহিত মনুষ্যের আলাপ আর ম্যাগনেটিক টেলিগ্রাফ দ্বারা এক স্থান হইতে দূরস্থিত অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরণ এ উভয় কার্য্যের প্রণালী তুল্য, ইহা বুঝিবার জন্য অগ্রে জানা কর্ত্তব্য যে, সকল সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে পরস্পর এক এক নির্দ্দিষ্ট তাড়িত সম্বন্ধ নিবদ্ধ আছে, অর্থাৎ এই জগতে উচ্চ শ্রেণীস্থ সকল বস্তু তন্নীচ শ্রেণীস্থ বস্তুর পক্ষে পজেটিব অর্থাৎ সবল যথা, ধাতু হইতে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ হইতে জীব এবং সমস্ত জীব হইতে মনুষ্য সবল। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর উন্নতির সোপা-

সেও ঐ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে, অর্থাৎ জড় জগৎ হইতে আধ্যাত্মিক জগৎ সবল যেহেতু উহা জড় জগৎ হইতে অধিক উন্নত ও পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত। যখন আত্মা জড় শরীর পরিত্যাগ করে, তখন উহার জ্ঞান ও শক্তির কোন হ্রাস হয় না, বরং বৃদ্ধি হওয়াই সম্ভব, যেহেতু মানব জাতির ইতিহাসে পদে পদে দেখা যায় যে আত্মা শরীরস্থ থাকার সময় উহা যে পরিমাণে সংস্কৃত হয় সেই পরিমাণে উহার জ্ঞান ও শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সুতরাং যখন আত্মা জ্ঞান ও পবিত্রতা-পূর্ণ পরলোকবাসীর সহিত মিলিত হয়, তখন পৃথিবীস্থ সূক্ষ্ম পদার্থ সকলের উপর যে তাহার অধিকতর ক্ষমতা ও ঐ সকলের কার্য্য নির্ব্বাহক নিয়ম সকলের উচ্চতর জ্ঞান হইবে, তাহা বিবেচনা সিদ্ধ। ঐ সকল আত্মা সাক্ষাৎসম্বন্ধে জড় বস্তুর সংস্পর্শ করিতে অসমর্থ ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু ইলেক্‌ট্রিসিটী ও ম্যাগ্‌নেটিজম্‌ সহকারে ঐ সকল বস্তুর উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন ও করেন। অতএব পরকালে আত্মার উন্নতি হয় স্বীকার করিলেই নিশ্চয় হইল যে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পরলোকবাসীরা পৃথিবীস্থ বন্ধুবান্ধবের সহিত তড়িৎ শক্তিদ্বারা আলাপ করিবার ক্ষমতা রাখেন। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যখন মনুষ্যের মিডিয়ম শক্তি স্ফুরিত হয়, তখনই

আত্মারা আমাদের সহিত আলাপ করিয়া আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। কখন কখন হানাবাটী প্রভৃতি স্থান বিশেষ দ্বারা উক্ত মিডিয়ম শক্তি উদ্ভাবিত হয়, কেন না ঐ সকল স্থানের তড়িৎ পদার্থ কোন কারণ বশতঃ এত সূক্ষ্ম হয় যে তদ্দ্বারা আত্মারা আপনাদের উপস্থিতি ও শক্তি বিবিধ প্রকারে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বোক্ত ফক্স পরিবারস্থ স্ত্রীগণ ও অন্যান্য শত শত ব্যক্তির শরীর নিঃসৃত তাড়িত পদার্থ অতি সূক্ষ্ম, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র স্থূলত্ব না থাকাতে উহারা মিডিয়ম হইয়া আত্মকার্য্য প্রদর্শন করিয়াছে। মনুষ্য অপেক্ষা আত্মারা অধিক সবল, এপ্রযুক্ত উহারা মিডিয়ম সহকারে তাড়িত পদার্থ দ্বারা গৃহসজ্জাদি আকর্ষণ ও অপসারণ, বাদ্য যন্ত্রের তার কম্পন, এবং মাগ্‌নেটিক টেলিগ্রাফের ন্যায় স্বেচ্ছামতে মাগ্‌নেটিজম্ প্রবাহ প্রেরণ পূর্ব্বক বর্ণমালার বর্ণবিশেষে ঘামারা শব্দ উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়।”

অতএব অধ্যাত্মতত্ত্ববাদীরা উল্লিখিত বিষয়ে যে সকল হেতুবাদ প্রদর্শন করেন, তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে আত্মার কার্য্য সকল যাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, তাহা ইলেকট্রিসিটী ও মাগ্‌নেটিজম্ বা ওডাইল শক্তির সহযোগে নির্ব্বাহিত হয়, এবং

আমরা বোধ করি, পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিবেচনা করিলে প্রদর্শিত হেতু সকল যথার্থ বলিয়া অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইবেক। ফলতঃ যাঁহারা নিতান্ত সংশয়বাদী, তাঁহারা এই আপত্তি করিতে পারেন যে যখন কোন কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে স্বতঃ ক্লেয়রবয়েন্স অর্থাৎ পরিষ্কারদর্শন প্রভৃতি অসাধারণ শক্তি প্রকাশ করিয়াছে, তখন কথিত ব্যাপার সকল মিডিয়মের স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব নহে, সুতরাং তদ্বিষয়ে আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করা প্রয়োজনাভাব। কিন্তু ঐ সকল সন্দিহান ব্যক্তিদিগের বিবেচনা করা কর্তব্য যে কোন মনুষ্যের মস্তিষ্ক হইতে ওডাইল বা তাড়িত শক্তি স্বভাবতঃ নির্গত হইয়া মেজ প্রভৃতি ভারি ভারি বস্তু সকল অপসারণ ও উত্তোলন করিবে, কিম্বা মিডিয়ম্ বা অপর ব্যক্তির মনোগত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর স্বরূপ শব্দ করা প্রভৃতি জ্ঞানের কার্য্য সম্পাদন করিবে, ইহা বিশ্বাস করা অপেক্ষা আত্মার কার্য্য স্বীকার করা সহজ ও প্রত্যয়ার্হ।

উক্ত আত্মার কার্য্য বিশ্বাসের পক্ষে একটী প্রধান প্রতিবন্ধক এই যে অনেকেরই এরূপ সংস্কার আছে যে মনুষ্যের আত্মা নিরাকার অতএব মৃত্যুর পর তাহা কিরূপে ইন্দ্রিয়গোচর হইবে, অথবা তাহা

দ্বারা তাড়িত শক্তি প্রভৃতি কি প্রকারেই বা সঞ্চালিত হইতে পারে। কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রম, কারণ মনুষ্যের যেমন জড় অর্থাৎ স্থূল শরীর দৃষ্ট হয়, তদনুরূপ একটী সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শরীর স্থূল শরীরের অন্তর্গত আছে। এই সূক্ষ্ম শরীর বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয় নয় বটে, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় স্ফূরিত হইলেই তাহা দৃষ্টি গোচর হয়। জড় শরীর ধ্বংস হইলে সূক্ষ্ম শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, ফলতঃ মৃত্যুর পর আত্মা ঐ সূক্ষ্ম শরীর ধারণ পূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করে।*

কখন কখন জীবিত মনুষ্যের আত্মাও দূরস্থিত ব্যক্তির নিকট আবির্ভূত হইবার প্রামাণিক বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখিত হইল।

আমেরিকা দেশের অন্তঃপাতি ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরের সন্নিহিত স্থানে কোননির্জ্জন বাটীতে এক উদাসীন বাস করিতেন। তিনি অতিশয় দয়াশীল, কিন্তু সর্ব্বদা একাকী থাকিতেন এবং লোকের সহিত অধিক আলাপ করিতেন না। এরূপ জনরব হইয়া-

---

* Life, its nature, varieties and Phenomena. By Leo. H. Grindon. Lecturer on Botany at the Royal School of Medicine. Manchester. p. 148.

ছিল যে তিনি মনুষ্যের অগোচর বিষয় কহিতে পারিতেন, এবং অন্যান্য অলৌকিক কার্য্যও করিতেন। উক্ত নগরস্থ কোন জাহাজের কাপ্তেন আফ্রিকা ও ইউরোপ যাত্রাকালে স্বীয় পত্নীর নিকট কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবার ও বিদেশ বাসকালে সর্ব্বদা পত্র লিখিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তাহাতে ঐ স্ত্রী বহুকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলেন, তথাপি তাঁহার স্বামীর কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন না, এবং প্রতিজ্ঞাত-কাল অতীত হওয়াতেও তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না। উক্ত যোষিৎ তখন অত্যন্ত ব্যাকুলা হইলেন, কোথায় গেলে সৎপরামর্শ বা সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরিশেষে এক বন্ধু তাঁহাকে উক্ত ধর্ম্মপরায়ণ উদাসীনের সমীপে গমন পূর্ব্বক আপন দুঃখ জানাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে তিনি সেই সিদ্ধপুরুষের নিকট গিয়া সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলে উদাসীন কহিলেন, যে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, তুমি এখানে কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর। এই বলিয়া উক্ত পুরুষ অন্য এক ঘরের দ্বার খুলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং ঐ স্ত্রী তথায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু উদাসীনের প্রত্যাগমনের অনেক

বিলম্ব হওয়াতে উক্ত নারী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিলেন যে ঐ পুরুষ এক শয্যাতে মৃত প্রায় পড়িয়া আছেন। তখন তিনি পুনর্ব্বার স্বস্থানে আসিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উদাসীন প্রত্যাগত হইয়া বলিলেন তোমার স্বামী লণ্ডন নগরের এক "কাফি হৌসে" * বাস করিতেছেন, ত্বরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন, এবং এই এই কারণে একালপর্য্যন্ত কোন পত্র লিখিতে পারেন নাই। এতৎ শ্রবণে ঐ নারী সুস্থির অন্তঃকরণে নিজ ভবনে গমন করিলেন। পরন্তু উদাসীন যেরূপ কহিয়া ছিলেন তাহাই ঘটিল, অর্থাৎ সেই স্ত্রীর স্বামী স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তাঁহার প্রত্যাগমনের বিলম্বতা ও পত্র লিখিবার অপারগতার যে সকল হেতু পূর্ব্বে উদাসীন কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাই কহিলেন। উক্ত নারী তখন মনে করিলেন, যে স্বীয় পতির সমভিব্যাহারে সেই মিত্র তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে না জানি তিনি কত সন্তুষ্ট হইবেন, এই ভাবিয়া দম্পতী উদাসীনের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কাপ্তেন ঐ ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র সবিস্ময়ে স্বীয় ভার্য্যাকে কহিলেন যে অমুক

---

* যে বাটীতে কাওয়া প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী আগন্তুকগণ মূল্য দিয়া আহার করিতে পায়।

দিবসে (অর্থাৎ যে দিবসে তাঁহার স্ত্রী উদাসীনের সহিত সাক্ষাৎ করেন) আমি ঐ ব্যক্তিকে এক কাক্কি-হৌসে দেখিয়াছিলাম। তিনি তখন আমাকে বলিয়াছিলেন যে তোমার সহধর্ম্মিণী তোমার নিমিত্ত অতিশয় ভাবিত আছেন, তাহাতে আমি যে কারণে স্বদেশে আসিতে ও পত্রাদি লিখিতে পারি নাই তাহা ও শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবার অভিপ্রায় তাঁহাকে কহিলাম, তাহার পর ঐ ব্যক্তি সে স্থান হইতে অদৃশ্য হয়েন।*

জীবিত মনুষ্যের আত্মার সহিত আলাপ হইবার উদাহরণ স্বরূপ জজ এড্‌মন্স লিখিয়াছেন যে বষ্টন নগরে এক চক্র ও নিউইয়র্ক নগরে অপর এক চক্র সংস্থাপিত হয়। উভয় চক্রের অধিবেশন একই সময়ে হইয়া উভয়ের মিডিয়ম দ্বারা পরস্পর আলাপ হইয়াছিল। যথা—বষ্টননগরীয় চক্র আপনাদের মিডিয়ম দ্বারা নিউইয়র্কনগরস্থ চক্রের মিডিয়মের আত্মা হইতে, এবং নিউইয়র্ক চক্র তথাকার মিডিয়ম দ্বারা বষ্টন চক্রের মিডিয়মের আত্মা হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইত। এইরূপে অনেক মাস পর্য্যন্ত উভয় চক্রের সভ্যদিগের সহিত পরস্পর কথোপকথন হইয়াছিল †।

---

* Dr. Jung-Stilling's Theory of Pneumatology. p. 74.
† Spiritual Tracts No. 7. p. 5.

মৃত্যুর পর আত্মার কোন প্রকার শরীর থাকা নিতান্ত সম্ভব, যে হেতু যখন আমাদের এরূপ বিশ্বাস যে আত্মার বিনাশ নাই, এবং ইহলোক কৃত কার্য্যের ফল পরলোকে ভোগ করে, তখন আত্মার কোন আকার না থাকিলে লোকান্তরে এক ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর ব্যক্তির আত্মার প্রভেদ কিরূপে হইবে এবং পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারই বা কি প্রকারে প্রাপ্ত হইবে।

অতএব যখন আত্মার শরীর রহিল, তখন পিতৃগণ যে প্রকৃতি বিশেষ বিশিষ্ট মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইবেন, ইহা কি বিচিত্র। পরন্তু স্থূল শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম শরীরে যে অধিক বল তাহাও যুক্তি সিদ্ধ যে হেতু স্থূল পদার্থ অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থের অধিক বল প্রকাশের দৃষ্টান্ত আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যথা ধাতু ও জল অপেক্ষা বায়ু সূক্ষ্ম, অথচ তাহা প্রচণ্ড হইলে তদ্দ্বারা পর্ব্বতাদি চূর্ণ ও সমুদ্রের জল আলোড়িত ও ভুমি প্লাবিত হইয়া থাকে। বাষ্পীয় শকটাদিও ঐরূপ সূক্ষ্ম পদার্থের বলে চালিত হয়। অতএব সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট আত্মারা মনুষ্যের অপেক্ষা যে অধিক বলবান্ ও উক্ত অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন, ইহাতে আর সংশয় কি?

মৃত্যুকালে আত্মা জড়শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিপ্রকারে আধ্যাত্মিক শরীর গ্রহণ করে, তাহার বিবরণ এই।

ডেবিস সাহেব যিনি এক জন প্রকৃত ক্লেয়রবয়েন্ট অর্থাৎ পরিষ্কারদর্শী, তিনি লিখিয়াছেন যে মৃত্যু মনুষ্যের অনন্তজীবনের একটি ঘটনা বা পরিবর্ত্তন মাত্র। উহা জীবনের একটী নূতন ও উন্নত অবস্থায় উপস্থিত হইবার জন্ম। তিনি ষষ্টি বর্ষ বয়স্কা এক বৃদ্ধা স্ত্রীর মৃত্যু শয্যার নিকট বসিয়া স্বীয় ক্লেয়রবয়েন্স শক্তি দ্বারা মৃত্যু প্রকরণ প্রত্যক্ষ করিয়া যে রূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে মৃত্যুকালে সমস্ত শরীরের "বাইটাল ইলেকট্রিসিটী" ও "বাইটাল ম্যাগ্নেটিজম" অর্থাৎ জীবন সংক্রান্ত তাড়িত ও আকর্ষণী শক্তি মস্তিষ্ক মধ্যে একত্রিত হয়, তখন মস্তক একটী সূক্ষ্ম সুন্দর আলোকময় মেঘ দ্বারা আবৃত হয়। ঐ মেঘের মধ্যে একটী মস্তক গ্রীবা স্কন্ধ ও বক্ষঃ প্রভৃতি ক্রমশঃ সমুদায় অঙ্গের সূক্ষ্ম আকার নির্ম্মিত হইয়া একটী সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক শরীর *

* আমাদিগের দেশের প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণ আত্মার স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়াবধ শরীর অবধারণ করিয়াছেন। যথা
মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শ ইতরন্ন তথা। সাংখ্য দর্শন। ৩য় অধ্যায় ৭ম সূত্র।

বিকশিত হয়। এই ব্যাপার চর্ম্ম চক্ষুর গোচর নহে, ফলতঃ যাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সম্যক্ রূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, সেই ব্যক্তিই তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হয়।

উক্ত কার্য্য সম্পন্নকালে মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটস্থিত লোকে উহার শরীর বিকৃতির চিহ্ন দেখিয়া বোধ করিয়া থাকে, যে তাহার উৎকট অসুখ ও মৃত্যু যাতনা হইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ জীবনী শক্তি শরীর হইতে নির্গত হইবার উদ্যম করাতেই ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, মুমূর্ষু ব্যক্তি তাহার কিছুই জানিতে পারে না।

উক্ত আধ্যাত্মিক শরীর পূর্ব্ব শরীরের অঙ্গ বৈকল্যাদি দোষ রহিত ও অপূর্ব্ব সুন্দর ও সতেজ দেখায়, এবং যাবৎ সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন না হয়, তাবৎ জড় দেহ হইতে জীবন সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক প্রবাহ নবকলেবরে প্রবাহিত হইতে থাকে, পরে যখন আত্মা ঐ সূক্ষ্ম শরীরের সহিত ঊর্দ্ধে গমন করে, তখন উক্ত বৈদ্যুতিক সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। এই কার্য্যটী দ্বারা জন্মের সহিত মৃত্যুর সৌসাদৃশ্য প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্য জন্ম কালে মাতৃনাড়ী হইতে যেরূপ বিচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ মৃত্যুকালেও উক্ত বৈদ্যুতিক সূত্র যাহা দ্বারা জড় শরীরের সহিত আত্মার যোগ থাকে, তাহা

ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব মৃত্যু আধ্যাত্মিক জগতের জন্ম স্বরূপ মাত্র। *

কোন কোন মিডিয়ম ও স্বভাবতঃ আত্মদর্শী ও আনিমল ম্যাগ্‌নেটিজম দ্বারা নিদ্রিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক মৃত্যু বিষয়ক যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সহিত ডেবিসের উক্ত বৃত্তান্তের অনেকাংশে ঐক্য হয়। আর ইহাও ব্যক্ত হইয়াছে যে আনিমল ম্যাগ্‌নেটিজম দ্বারা যে নিদ্রা উৎপন্ন হয়; তাহার সহিত মৃত্যুর অনেক সাদৃশ্য আছে, অর্থাৎ মৃত্যু হইলে আত্মা যেরূপ জড় শরীর হইতে বহির্গত হয়, উক্ত নিদ্রাবস্থাতে তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে, কেবল এই মাত্র বিশেষ যে মৃত্যুতে আত্মা আর শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। +

আত্মাদিগের প্রদর্শিত কার্য্যের ফল কি ?

১। মৃত্যুর পর মনুষ্যের আত্মা যে লোকান্তরে স্থিতি করে, তাহা উক্ত কার্য্য দ্বারা নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। যদিও আত্মার অবিনাশিত্ব শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত, এবং চিরকাল তদ্বিষয়ে মানব-গণ উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছে, তথাপি ইদানীন্তন কালে বুদ্ধি বৃত্তির অত্যন্ত চালনা প্রযুক্ত কতকগুলি

* Davis's Great Harmonia. vol. i. p. 163.
+ From Matter to Spirit. By C. D. 132.

লোকে তাহাতে সন্দিহান হইয়াছেন। ফলতঃ এক্ষণে তাঁহারা পক্ষপাত শূন্য হইয়া উক্ত বিষয় অনুসন্ধান করিলেই তাঁহাদের সে সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারিবে। কথিত আছে যে আমেরিকার বহুসংখ্যক লোক পরকাল একক্কালে অস্বীকার করিতেন এবং তন্নিবন্ধন নানা প্রকার কুকর্ম্মে রত ছিলেন, তাঁহারাও উক্ত ব্যাপার দেখিয়া দৃঢ়তর বিশ্বাসবান হইয়া আপনাদের চরিত্র সংশোধন করিয়াছেন।

২। উক্ত কার্য্য দ্বারা নিশ্চয়রূপে জানিতে পারা যায় যে এই পৃথিবীতে যাঁহারা আমাদিগের অতিশয় স্নেহ ও প্রীতিভাজন ছিলেন, মৃত্যু দ্বারা তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের চিরবিচ্ছেদ হয় নাই। প্রত্যুত আমাদিগের জীবদ্দশাতেও তাঁহারা সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া আমাদিগের হিত চেষ্টা করিতেছেন, এবং আমাদের চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে পুনরায় তাঁহাদিগের সহিত আমরা মিলিত হইতে পারিব। অধিকন্তু এই পৃথিবীতে বাস কালেও তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ হইবার সম্ভাবনা আছে।

৩। উক্ত কার্য্য দ্বারা মৃত্যুর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, এবং উহার প্রতি যে ঘোরতর ও অমূলক ভয় ছিল, তাহাও তিরোহিত হইয়াছে, যেহেতু তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে মৃত্যু মনুষ্যের এক প্রকার পুনর্জ্জন্মমাত্র।

৪। ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে যে আমরা যে সকল আত্মা দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, তাঁহারা আমাদের অন্তঃকরণের গূঢ়তম ভাব সকলও জানিতেছেন। যাহার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহার মনে কোন অপবিত্র ভাবের উদয় হইতে পারে না। উক্ত বিশ্বাসকে পাপের প্রতিবন্ধক ও পুণ্যের প্রবর্ত্তক জ্ঞান করা উচিত।

৫। উক্ত কার্য্য দ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে, পরকালে আমাদিগের সদসদ্গতি ইহকালের চরিত্রের উপর অধিকতররূপে নির্ভর করিতেছে। এখানে আমাদের আত্মা যে পরিমাণে পরিশুদ্ধ হইবে, সেই পরিমাণে আমরা পরলোকে সুখ সম্ভোগের অধিকারী হইব।

৬। উহা দ্বারা এই এক অপূর্ব্ব জ্ঞানরত্ন লাভ করিতেছি যে, জন্ম হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমরা জ্ঞানেতে, প্রেমেতে ও পবিত্রতাতে উন্নত হইয়া সেই অনন্ত পূর্ণ পুরুষের সমীপবর্ত্তী হইতে থাকিব। এই উন্নতি কোন ঘটনাবলি দ্বারা কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্থগিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা কখন একবারে নিবারিত হয় না *।

---

* Spiritualism. By J. Edmonds. P. 61.

কখন কখন আত্মাদিগের বাক্য সকল পরস্পর অনৈক্য হইবার কারণ কি ?

অনেক স্থলে এরূপ ঘটিয়াছে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব মণ্ডলী হইতে কোন বিষয়ের প্রশ্ন হইলে এক আত্মা তাহার যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, তাহা অপরের প্রদত্ত উত্তরের সহিত সম্পূর্ণ অনৈক্য হইয়াছে। এ প্রকার বৈষম্য দ্বারা অনেকের অন্তঃকরণে আত্মার কার্য্যের সত্যতার পক্ষে নানাপ্রকার সন্দেহ জন্মিতে পারে, তজ্জন্য জর্জ এড্‌মন্স উক্ত অনৈক্যের যে সকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

১। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে পরলোকবাসীরা সর্ব্বজ্ঞ ও অভ্রান্ত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, যে হেতু মৃত্যুকালে মনুষ্যের আত্মা জড়শরীর পরিত্যাগ করে বটে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহার সঙ্গে থাকে, এবং সে ইহলোকে যে পরিমাণে জ্ঞান উপার্জন করে, সেই পরিমাণ জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া লোকান্তরে উপস্থিত হয়, ও যাবৎ তথায় অধিক জ্ঞান লাভ না করে, তাবৎ ঐ অবস্থায় থাকে। এ জন্য আত্মারা কোন প্রশ্নের উত্তর আপন আপন বুদ্ধি ও জ্ঞানানুসারে প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং অধিকতর জ্ঞান সম্পন্ন আত্মার

বাক্যের সহিত অপেক্ষাকৃত জ্ঞানহীন আত্মার উত্তর বাক্যের অনৈক্য হইবার অসম্ভাবনা কি। যদিও পরলোকে জ্ঞানোপার্জ্জনের অধিক উপায় ও অল্প প্রতিবন্ধক আছে, কিন্তু ঐ জ্ঞান লাভ হঠাৎ হইতে পারে না, কালকে প্রতীক্ষা করিতে হয়।

২। লোকান্তরে আত্মারা কিরূপে অবস্থিতি বা কি প্রকারে জীবন যাপন করেন, তাহার বিবরণ যে আত্মা যতদুর দর্শন করিয়াছেন, তদনুসারে উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু যেমন ইহলোকে দুই ব্যক্তি কোন বিষয়ের সমান জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ প্রত্যেকে ঐ বিষয়ের যে ভাগ দর্শন করিয়াছে, সেই ভাগেরই বর্ণন করিতে পারে, এ জন্য কোন ঘটনায় দুটি সাক্ষীরও বাক্য সর্ব্বতোভাবে সমান হয় না। সেইরূপ আত্মাদিগের উক্ত বিষয় সকলও পরস্পর অনৈক্য হইয়া থাকে।

৩। পৃথিবীতে সকল লোকের দর্শন ও ভাষা শক্তি সমান হয় না, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এক বিষয় পরিষ্কাররূপে দর্শন করিতে পারে না, ও কোন কোন ব্যক্তি তাহা পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাই-য়াও স্পষ্টরূপে বর্ণন করিতে অসমর্থ হয়। ঐ সকল ব্যক্তির আত্মা লোকান্তরে গমন করিয়া যাবৎ উক্ত দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত না হয়, তাবৎ উহাদের

প্রকৃতি প্রায় ভদবস্থায় থাকে। সুতরাং এবম্বিধ আত্মাদিগের বাক্যে দর্শন ও ভাষা শক্তির স্পষ্টতা প্রত্যাশা করা বৃথা। এই হেতু উহাদিগের বর্ণিত বিষয় সকল ভাষা প্রভৃতির দোষে অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন বোধ হয়।

৪। অনেক স্থলে মিডিয়মের মনোদ্বারা আত্মার অভিপ্রায় সকলের বৈলক্ষণ্য জন্মে। ইহার দৃষ্টান্ত এই, যদি তুমি দূরস্থ কোন ব্যক্তির নিকট লোক দ্বারা বাচনিক কোন সংবাদ প্রেরণ কর, তাহা হইলে ঐ সংবাদ প্রেরিত ব্যক্তির মানসিক ভাব দ্বারা অবশ্য অলঙ্কৃত হইবে সন্দেহ নাই। সে নিজ বুদ্ধি অনুসারে তোমার বাক্যার্থ যেমন বুঝিবে, সেইরূপ আপন ভাষাতে ব্যক্ত করিবে। হয় ত তুমি যে কথা কহ নাই তাহা কহিবে, কিম্বা যে বাক্য কহিয়াছ তাহা ছাড়িয়া দিবে। সুতরাং সে তোমার সংবাদ অবিকল কহিতে অসমর্থ হইবে। সেই প্রকার আত্মার অভিপ্রায় সকল মিডিয়মের ভাষা ও মানসিক ভাব দ্বারা ভাবান্তর হইয়া যায়। যে স্থলে আত্মার প্রত্যেক বাক্য মিডিয়ম দ্বারা অবিকল রূপে লিখিত হয়, কেবল সেই স্থলেই কোন ভ্রম না হইতে পারে। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল, যেহেতু

স্থগিত হওয়া ও আত্মার সম্পূর্ণ অধীনে থাকা আবশ্যক।

৫। আত্মারা মিডিয়মের শ্রুতিগোচর কোন শব্দ দ্বারা কিম্বা উহার দৃষ্টিপথে কোন চিত্রপট রাখিয়া আপনাদের বক্তব্য প্রকাশ করেন না, ফলতঃ তাঁহারা মিডিয়মের মনোমধ্যে যে প্রকারে ভাব সকল প্রেরণ করেন, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অতীত।

অতএব উল্লিখিত হেতু সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে পিতৃগণের বাক্য সকল কখন কখন অসংলগ্ন বা পরস্পর অনৈক্য হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হইবে না। যাবৎ পরলোকবাসিদিগের সহিত আমাদের সম্ভাষণ হইবার উপায় সকল অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিবে, তাবৎ উক্ত আলাপ পরিশুদ্ধ হওয়া সম্ভাবিত নহে। আধ্যাত্মিক জগৎ হইতে যে কোন সত্য আমাদিগের নিকট আইসে, তাহা মনুষ্য দ্বারা অবশ্য প্রচারিত হইবে। কিন্তু মনুষ্যের অপূর্ণ অবস্থা হেতু উক্ত সত্য ভ্রমের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। এই হেতু আমাদিগের কর্ত্তব্য যে বিবেকরূপ ঐশিক শক্তি যে আমাদিগের মনে নিহিত আছে, তাহার যথোচিত চালনা দ্বারা প্রচারিত বিষয়ের সত্যতা নিরূপণ করি *।

* Spiritual Tract. No. 4. P. 5.

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেড্ ষ্টেট সংক্রান্ত রোড্ দ্বীপের অন্তঃপাতী প্রবিডেন্স নগরে অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচারক, মিডিয়ম ও তন্মতাবলম্বী ব্যক্তি সমূহের এক মহাসভা হয়, তাহাতে " অধ্যাত্মতত্ত্ব ও তাহার লক্ষ্য কি ?" এবিষয় বিচারিত হইয়া যাহা অবধারিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল *।

অধ্যাত্ম তত্ত্ববাদী কাহাকে বলে

১। মনুষ্যের আত্মা অমর, শরীর নাশের পর লোকান্তরে স্থিতি করে, ও পৃথিবীতে আসিবারও ক্ষমতা রাখে, এবং আসিয়া বিবিধ উপায় দ্বারা আত্মার অমরত্ব, আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব, ও মর্ত্যদিগের সহিত আলাপ হওয়া প্রমাণিত করে, যাহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাহারাই অধ্যাত্মতত্ত্ববাদী।

২। যে সকল লোক আত্মার সহিত সম্বন্ধ বিষয়ের যথার্থতা স্বীকার করে, তাহাদিগের জীবন, চরিত্র বা কার্য্য যে প্রকার হউক না কেন তাহাদিগকেও এক প্রকার অধ্যাত্মতত্ত্ববাদী বলা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা পরলোকবাসী অতি পবিত্র আত্মাদিগের প্রেরিত উপদেশের সহিত এবং

* Clark's Plain Guide to Spiritualism.

বিকশিত আত্মার ঐশ্বরিক জ্ঞানের সহিত আপনাদের জীবন, চরিত্র ও কার্য্য সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্ত যত্নবান্, তাঁহারাই অনুষ্ঠায়ী, প্রকৃত বিশ্বস্ত ও যথার্থ অধ্যাত্মতত্ত্ববাদী।

৩। অধ্যাত্মতত্ত্ববাদীরা সমষ্টিস্বরূপ হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ শাসনে রাখিবার জন্য, বিজ্ঞান, নীতি, উৎকর্ষসাধন, সমাজিক নিয়ম, বা ধর্ম্ম বিষয়ে কোন আদেশ করিবার অধিকার থাকা স্বীকার করেন না এবং আত্মার সহিত আলাপ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে সকলের একমত হওয়ারও প্রত্যাশা রাখেন না। তাঁহারা যে যে বিষয়ে পরস্পর দায়ী হইবার জন্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক সৌহার্দ্দ বন্ধনে নিবদ্ধ হয়েন, সেই সেই বিষয় ভিন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির মত ও কার্য্য জন্য তাঁহারা আপনাদিগকে দায়ী বিবেচনা করেন না।

৪। অধ্যাত্মতত্ত্ববাদীদিগের বিশ্বাস এই যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অবস্থা ও উন্নতির তারতম্য বশতঃ উঁহাদের মত ও কার্য্যের বিভিন্নতা অবশ্যই হইবে, এবং যেখানে প্রকৃতি, শিক্ষা ও অবস্থা সম্পূর্ণরূপে তুল্য, কেবল সেই খানেই সম্পূর্ণ মিলন হইতে পারে।

৫। কিন্তু তাঁহাদের ইহাও স্বীকার্য্য যে নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে সকল মনুষ্য সামঞ্জস্যরূপে ভ্রাতৃভাবে

সম্মিলিত হইতে পারেন, ও এক সাধারণ পিতামাতা স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন প্রযুক্ত সকল পুরুষ ও স্ত্রীকে ভ্রাতা ও ভগিনী জ্ঞানে সকলে এক পরিবার হইয়া উচ্চতর লোক সমূহের সহিত সম্ভাষণ করিতে পারেন। ঐ সকল লোক হইতে যে স্বর্গীয় প্রেম নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, ইহলোকের অনিত্য ভেদাভেদ ও অবস্থা প্রভৃতি তুচ্ছকরতঃ পরস্পরের প্রতি সেই প্রেম প্রকাশ করিতে সর্ব্বদা যত্ন করা আমাদের অত্যন্ত কর্ত্তব্য। অতএব অধ্যাত্মতত্ত্ব বাদীদিগের সার ধর্ম্ম এই যে "মনুষ্যের প্রতি প্রেম দর্শাইয়া পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি প্রকাশ কর।" যে সকল জ্ঞানবান পুরুষ মানবজাতির মহত্ত্ব, দেবত্ব, ও অনন্ত ও অভিন্ন নিয়তি জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উক্ত ধর্ম্ম পালন করেন।

অধ্যাত্মতত্ত্বের অর্থ কি ?

৬। ইদানীন্তন এই শব্দের সংক্ষেপ অর্থে আত্মার অস্তিত্ব ও তাহার সহিত আলাপ বুঝায়। কিন্তু এই প্রধান বিশ্বাসমুলক যে একটী বিজ্ঞান বা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতি উক্ত শব্দ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত শাস্ত্রে মনুষ্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি, ক্ষমতা, সম্বন্ধ, কর্ত্তব্য, মঙ্গল ও

নিয়তি বিষয়ক সমস্ত সত্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং আত্মাবিশিষ্ট অন্যান্য লোক ও জগতের গূঢ় শক্তি ও নিয়ম সকল সম্বন্ধীয় যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তত্তাবৎ উক্ত শাস্ত্রান্তর্গত ও ভবিষ্যতে যাহা জানা যাইবে, তাহাও তাহাতে সংযুক্ত হইবে। অতএব ইহা অতি উদার ও প্রশস্ত শাস্ত্র এবং একাল পর্য্যন্ত আত্মার শক্তি ও জ্ঞানের অভ্রান্ত নিদর্শন দ্বারা যে সকল সত্য, দৈবজ্ঞান ও প্রত্যাদেশ পৃথিবীতে আবির্ভূত, প্রমাণিত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, অধ্যাত্মতত্ত্বকে তৎসমুদায়ের পরা কাষ্ঠা বা সার স্বরূপ জ্ঞান করা যাইতে পারে।

৭। যদিও বর্ত্তমান অধ্যাত্মতত্ত্ব ১৮৪৭।৪৮ খৃঃ অব্দে হাইডসবিল গ্রামের পূর্ব্ব লিখিত ঘটনা অবধি আরম্ভ হইয়াছে, তথাচ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় পুরাবৃত্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষতঃ বাইবলে লিখিত আত্মার কার্য্য সকল এই অধ্যাত্মতত্ত্বের বহির্ভূত নহে। কিন্তু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ীরা বাইবলের যে ব্যাখ্যা করেন, তাহার সত্যতা স্বীকার করা অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রয়োজনীয় কার্য্য নহে। যে হেতু উক্ত ও অপর শাস্ত্রোক্ত বিষয় সকল কি পর্য্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য তাহা প্রত্যেক অধ্যাত্মতত্ত্ববাদী স্বয়ং স্থির করিতে স্বাধীন আছেন। অধ্যাত্মতত্ত্ব বিশ্বাসী বহু সংখ্যক লোক বাইবলে উক্ত

তত্ত্বের অনেক নিদর্শন দেখিয়া নিউটেষ্টমেন্টের লিখিত নির্ম্মল ও প্রাথমিক উপদেশ ও প্রামাণিক ঘটনা সকল বর্ত্তমান অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রকাশিত বিষয় সমূহের সহিত সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হওয়া বোধ করেন, কিন্তু বাইবলের ব্যাখ্যান, ও প্রামাণিকতা, ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশুখৃষ্টের চরিত্র ও অর্পিত কার্য্য ভার ইত্যাদি বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। বিশেষতঃ "মনুষ্যের পতন" "মানবীয় ভ্রষ্টতা" "প্রতিনিধি দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত" "ঈশ্বরের ত্রিত্বভাব" "ভবিষ্যদ্বিচার" ও "অনন্ত দণ্ড" এই সকল মত অধিকাংশ অধ্যাত্মতত্ত্ববাদীরা অগ্রাহ্য করেন। তাঁহারা আপন আপন সহজ জ্ঞান ও আত্মাদিগের উপদেশ অনুসারে বলেন, যে মনুষ্যের উন্নতিই ঐশ্বরিক নিয়ম, সকল কার্য্যের পরিণাম মনুষ্যের মঙ্গল, দয়া মিশ্রিত সমুচিত দণ্ডের আবশ্যকতা, কার্য্য কারণ সম্বন্ধীয় স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ইহলোকেও বিচার ও দণ্ড পুরস্কার বিধান হইতেছে। পরমেশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় অনুসারে পাপীর চরিত্র সংশোধন ও তন্নিবন্ধন উহার পবিত্রতা ও সুখ শান্তি উৎপাদন হইলেই দণ্ডবিধান স্থগিত থাকিবে, খৃষ্টেতে ঈশ্বরত্বের যে চিহ্ন কথিত হয়, তাহা পরমেশ্বর তাঁহার সকল সন্তানেই মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।

খৃষ্টের কার্য্যভার, যথার্থরূপে পরিস্ফুট মনুষ্য-আত্মার কার্য্যের অনুরূপ মাত্র, তাহাতে তাঁহার কোন অলৌকিক ব্যবহার সম্ভাব্য নহে, ঈশ্বরের ত্রিত্ব না হইয়া তাঁহার একত্ব, এবং বর্ত্তমান অধ্যাত্মতত্ত্বানুসন্ধান যে প্রণালীতে হইয়া থাকে, অবিকল সেই রূপে প্রাচীনকালীয় সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। অতএব আধ্যাত্মিক ধর্ম্মশাস্ত্র কোন তর্ক না বিজ্ঞান শাস্ত্র, কি এক-বাদিত্ব, কি নাস্তিকতা, কিম্বা বিশ্বরূপ ঈশ্বরবাদিত্ব, অথবা কোন গর্ব্বিত ধর্ম্মবিজ্ঞানের সহিত গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতের পোষক যে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়, তাহারা জীবিত বা মৃত হউক, তাহাদিগকে অভ্রান্ত বলিয়া কখন স্বীকার করা যাইতে পারে না, তথাপি তাহাদিগের প্রত্যেক হইতে অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন কোন সত্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

৮। সকল অধ্যাত্মতত্ত্ববাদী একমত হইয়া বলেন, যে মানব প্রকৃতিতে যে আধ্যাত্মিক বা দেব ভাব আছে, তাহা উত্তেজিত ও স্ফুরিত করা উক্ত তত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য, যে হেতু তদ্দ্বারা উহার পশুত্ব বা স্বার্থপরতা পরাজিত এবং মন্দ ও বিশৃঙ্খল ভাব সকল নির্ম্মূলিত হইবে, অর্থাৎ আত্মার শ্রেষ্ঠতর

সুখ দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক সুখ সকল দূরীকৃত হইবে। এই প্রকারে মানব জাতি একটী ভ্রাতৃসমাজ স্বরূপ হইবে, ও স্বর্গেতে পরমেশ্বরের ইচ্ছা যে প্রকারে সম্পন্ন হয়, পৃথিবীতেও সেই প্রকার হইবে।

যে যে বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনের সহিত অধ্যাত্মতত্ত্বের সম্পর্ক।

৯। মনুষ্যের আত্মার ইহকাল ও পরকালিক উন্নতি ও মঙ্গল যখন উহার বিশ্বাস, প্রবৃত্তি, এবং শারীরিক স্বাস্থ্য, অভ্যাস, ও অবস্থার উপর আংশিক-রূপে নির্ভর করে, তখন তাহার সর্ব্ববিষয়ক উৎকর্ষ সাধন অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রশস্ত সীমার অন্তর্গত জ্ঞান করা ন্যায়ানুগত হইতেছে। এই জন্য যত্নশীল ও সর্ব্বজনহিতৈষী সমস্ত অধ্যাত্মতত্ত্ববাদী তাঁহাদের কার্য্য প্রণালীগত মতভেদ থাকাতেও পশ্চান্নিখিত বিষয়ের উন্নতিকল্পে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করেন।

১০। শারীরিক ব্যাপার সম্বন্ধীয় উৎকর্ষ সাধন। অর্থাৎ ভোজন, পান, পরিচ্ছদ, শ্রম, আচার বা উত্তেজনকারী দ্রব্য সেবন বিষয়ে যে সকল অনিষ্টকর অভ্যাস, ও ভ্রমসঙ্কুল চিকিৎসা-প্রণালী আছে,

তাহা এরূপে সংশোধন করা আবশ্যক, যাহাতে প্রত্যেক মনুষ্যের শরীর অন্তরস্থ আত্মার উপযুক্ত মন্দির ও উহার কার্য্যের উত্তম যন্ত্র স্বরূপ হইতে পারে।

১১। শিক্ষা বিষয়ক উৎকর্ষ সাধন। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রণালী দ্বারা শরীর, মন ও আত্মাকে সমঞ্জসরূপে স্ফূরিত ও শিক্ষিত করা।

১২। বংশগত দোষ সংশোধন, যাহাতে সন্তান সকল সুস্থ শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক অনুকূল অবস্থায় সংসারে প্রবিষ্ট হইতে পারে।

১৩। সমাজ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার অন্যায় আচরণ হইতে স্ত্রীজাতিকে মুক্ত করা। যাহাতে তাহারা স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে ও মহৎ সন্তান প্রসবের উপযুক্তা হইতে সমর্থ হয়।

১৪। সকল মনুষ্যকে তুল্যরূপে জ্ঞানাপন্ন ও তন্নিবন্ধন চরমে স্বাধীন করা, এবং সকল প্রকার অন্যায়াচরণ, সামাজিক বৈষম্য, পারিবারিক নিষ্ঠুরতা, কিম্বা মন ও আত্মার উপর দৌরাত্ম্য রহিত করা কর্ত্তব্য, যেহেতু স্বাধীনতা সকল মনুষ্যেরই জন্মাধিকার, এবং প্রত্যেক উন্নতিশীল আত্মা স্বভাবতঃ তাহা পাইবার জন্য দৃঢ়রূপে চেষ্টা করে।

১৫। পারমার্থিক ও ধর্ম্মযাজন সম্বন্ধীয় উৎ-

কর্ষ সাধন। যেহেতু ভ্রম ও উপদ্রব হইতে মুক্ত না হইলে আত্মার যথার্থ উন্নতি সম্ভাবিত নহে।

১৬। সমাজ সংস্কার পূর্ব্বক চরমে নূতন সমাজ স্থাপিত করা। যেহেতু বর্ত্তমান সমাজের স্বার্থপর ও বিরোধজনক সম্বন্ধ ও প্রথা সকল উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থার অনুপযুক্ত।

অতএব যাহাতে মানবজাতির অবস্থার উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে, প্রত্যেক মনুষ্যের স্বীয় বিবেচনা অনুসারে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সমাজের সহিত অধ্যাত্ম তত্ত্বের সম্বন্ধ।

১৭। যদিও অধ্যাত্ম তত্ত্ববাদীদিগের কোন সাধারণ সমাজ বা শাসন প্রণালী নাই, এবং তন্নিবন্ধন পরস্পরের মতের উপর কর্ত্তৃত্ব অথবা অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ করণার্থ একত্রিত হইতে পারেন না, তথাপি তাঁহারা যে সকল সত্য অতি গুরুতর বোধ করেন, তাহার প্রচার, ও ভ্রাতৃভাবের উন্নতি সাধন, এবং সত্য পথ অবলম্বনে পরস্পর উৎসাহ ও সাহায্য প্রদানার্থ যথার্থরূপে সমবেত হইতে পারেন।

উপরে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক যে সকল মত লিখিত হইল, তাহার অধিকাংশ অধ্যাত্মতত্ত্ববাদী কর্ত্তৃক গ্রাহ্য ও স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কতক গুলি লোকের

ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, তাহার উদাহরণ স্বরূপ অধ্যাপক জি, বেকউইদ্ সাহেবের মত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

১। আত্মা অনন্তকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে, ইহলোক তাহার বৃত্তি সকল স্ফুরিত হইবার আদিম স্থল।

২। জড় শরীরের মৃত্যুরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তের পর মনুষ্য জ্ঞানবান আত্মারূপে স্থিতি করে।

৩। শরীর মধ্যে আত্মার যে সকল বৃত্তি আছে, পরলোকেও তৎসমুদায় বর্ত্তমান থাকিয়া পরিচালিত হয়।

৪। ইহকালে প্রত্যেক মনুষ্য যে প্রকার গুণাগুণ উপার্জ্জন করে, তদনুসারে পরকালের প্রারম্ভে তাহার আত্মার অবস্থা হয়। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবন বহু শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয় স্বরূপ, মনুষ্য ইহলোকের শিক্ষা দ্বারা যে শ্রেণীর উপযুক্ত হয়, পরকালে সেই শ্রেণীতে প্রবেশ করে।

৫। শরীর ধারণে আত্মার উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধনের যেরূপ ক্ষমতা আছে, আধ্যাত্মিক জীবনেও সেইরূপ থাকে।

৬। মৃত্যুর পর আত্মা প্রথমে যে অবস্থায় উপনীত হয়, তাহা স্থায়ী নহে, যেহেতু সে আপন

ইচ্ছানুসারে অধিকতর সূক্ষ্ম ও উন্নত আত্মাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগের সহযোগে উৎকর্ষ ও পবিত্রতাতে অনন্ত উন্নতির পথ অবলম্বন করিতে পারে এবং ক্রমে ক্রমে ঐশ্বরিক পূর্ণতার অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে।

৭। কতকগুলি অনুকূল অবস্থা হইলে আত্মারা মানবগণের নিকট প্রকাশিত হন ও তাহাদের সহিত আলাপও করেন, এবং তদর্থ কখন কখন জড় বস্তুর উপর শব্দ কিম্বা তাহা স্থানান্তরিত করেন, ও যে সকল লোক মিডিয়ম হইবার উপযুক্ত, তাহাদিগের দ্বারা লিখন, কথন, অজ্ঞাত মৃত ব্যক্তির রূপ ধারণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনা সকল বর্ণন ও রোগ প্রতীকার প্রভৃতি অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য্য করিয়া থাকেন।

৮। পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে আমরা শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ও চরিত্র বিশেষ দ্বারা পৃথিবীতে আত্মাদিগের আসিবার সুবিধা অথবা ব্যাঘাত করিতে পারি।

কিন্তু কি কি নিয়ম অনুসারে তাহা করিতে সমর্থ হই, এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় নাই।

৯। যে সকল ব্যক্তি আত্মার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসি-

নার যোগ্য, তাহারা আপন আপন তুল্য প্রকৃতি বিশিষ্ট আত্মা দিগকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয়।

১০। আত্মারা এক ব্যক্তির শরীরের উপর কর্তৃত্ব করেন বলিয়া অপর ব্যক্তির উপর সেরূপ করিতে সমর্থ না হইতেও পারেন এবং যে স্থলে কোন আত্মা অনেক ব্যক্তির উপর ক্ষমতা প্রকাশ করেন, সে স্থলে উহাঁদের স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে বিবিধ প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন কাযার্থ ঐরূপ করিয়া থাকেন *।

অধ্যাত্মতত্ত্বের অপবাদ নিরাকরণ।

কোন কোন ব্যক্তি অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রতি এই দোষারোপ করেন যে ইহার অলোচনা দ্বারা বুদ্ধি-ভ্রংশ হয় এবং কেহ কেহ ইহাও বলেন যে অপকৃষ্ট আত্মারা কখন কখন মিডিয়ম প্রভৃতির উপর নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করে ও তাহাদিগকে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয়। এ. জে. ডেবিস্ এই উভয় আপত্তি যরূপে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এস্থলে লিখিত হইল।

"প্রথমে এই সাধারণ সত্যটী মনে রাখা আবশ্যক

---

* Clark's Plain Guide to Spiritualism. P 90.

যে প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত, এবং তাহার এক একটীর স্বতন্ত্র জ্ঞানক্ষেত্র আছে, অর্থাৎ এক বাহ্য, জড় বা ইন্দ্রিয়গোচর, অপর আন্তরিক বা ইন্দ্রিয়াতীত। আমরা যে বাহ্য জগতে এক্ষণে বাস করিতেছি, তৎসম্বন্ধীয় সমুদায় বস্তু ও কার্য্যের জ্ঞান বাহ্য প্রকৃতি অর্থাৎ জড়শরীর দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং উক্ত শরীর জীর্ণ বসনের ন্যায় পরিত্যাগ করিলে পর যে আধ্যাত্মিক জগতে আমরা গমন করিব, তদ্বিষয়ক সমুদয় জ্ঞান আধ্যাত্মিক প্রকৃতি দ্বারা জানিতে পারা যাব। কিন্তু বর্ত্তমান জড় জগতে বাস করা প্রযুক্ত উহার আকর্ষণী শক্তি দ্বারা আমাদের আত্মা সর্ব্বদাই বাহিরে আকৃষ্ট হয়, সুতরাং সেই উজ্জ্বল ও অন্তরতর জগতের সহিত আমাদের যে যথার্থ যোগ আছে, তাহা আমরা একবারে বিস্মৃত হইয়া যাই।

আমরা জড় জগতের বিষয় লইয়া যত মুগ্ধ থাকিব, আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়ে তত অনভিজ্ঞ ও সন্দিহান হইব। মানবজাতির অধিকাংশ লোক পৃথিবীর মোহান্ধকার ও নানা প্রকার অস্থায়ী সুখ দুঃখের কোলাহলে এতাদৃশ অন্ধীভূত হয় যে তাহারা অমরত্ব, পরলোক ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না। এই প্রকার লোকেরা

সচরাচর সবল ও সতেজ হয়, এবং বীবর নামক পশুর ন্যায় কার্য্য করে। এই পৃথিবী ও তদুৎপন্ন দ্রব্যজাত সুখেতেই তাহাদের বিশ্বাস, এবং যাহা তাহারা দেখিতে পায়, কেবল তাহাই সত্য জ্ঞান করে। এই জন্য তাহারা বাষ্পতরী, বাষ্পযন্ত্র, লৌহবর্ত্ম তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি সভ্যতা ও সুখের যন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করে, কিন্তু ইহলোকের সুখ ও সভ্যতা যে কেবল অনাত্মবাদীদিগের দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা আমি বলি না, ফলতঃ পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের ঐ প্রকার জ্ঞান ও বিশ্বাস। এমত অবস্থার অনিষ্ট ফল এই যে ঐ সকল লোককে আধ্যাত্মিক বিষয়ে এক প্রকার ক্ষিপ্ত, অজ্ঞ বা বিবেক শূন্য বোধ হয়।

পক্ষান্তরে আমাদিগের মন আধ্যাত্মিক বিষয়ে যত মগ্ন থাকিবে, ইহলোকের বহুপ্রকার সম্বন্ধ পক্ষে তত অচেতন ও অমনোযোগী হইবে। ইহাতে যদিও আমরা আত্মার প্রমাণে আপনাদিগকে জ্ঞানী ও সাধু বিবেচনা করিতে পারি, কিন্তু বাষ্পীয় পোতাধ্যক্ষ ও লৌহবর্ত্ম নির্ব্বাহক প্রভৃতি বিষয়ী লোকের মতে আমরা জ্ঞান শূন্য ও ক্ষিপ্ত বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হইব। আধ্যাত্মিক জগতের আলোকে পার্থিব পদার্থ সকল অনর্থক ও অসার বলিয়া প্রতীয়

মান হয়। উক্ত জগতের উজ্জ্বলতর জীবন্ত সৌন্দর্য্যের অগ্রে সমুদায় রত্ন ও ঐশ্বর্য্যের সহিত পৃথিবী ম্লান, অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ দেখায়। যাঁহাদের আত্মা সেই আধ্যাত্মিক জগতের দিকে উন্মুক্ত হয়, তাঁহারা অত্যন্ত ভাবুক ও মর্ম্মগ্রাহী হন, ও মধু মক্ষিকার ন্যায় কার্য্য করেন, এবং তদর্থ কুসুম অন্বেষণ করেন। তাঁহারা পরলোকে আসক্ত ও ইহলোকে বিরক্ত হয়েন। ইহাতে এই অনিষ্ট ঘটে যে এবম্বিধ লোকেরা বহির্ব্যাপারে প্রায় অনুপযুক্ত ও জ্ঞান ও বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়েন এবং বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়ের পরস্পর যুদ্ধে নিযুক্ত প্রায় হন। এই হেতু স্বপ্নদর্শী, নিদ্রায় ভ্রমণকারী, পরিষ্কারদর্শী, কবি, ভবিষ্যদ্বাদী ও মিডিয়ম ইহারা কখন কখন জনসমাজের সহিত সহবাস ও বিষয় কর্ম্ম করিতে অপারগ হইয়া উঠে। সুতরাং সংসারাশ্রম ইহাদিগের বিরক্তির কারণ হইয়া পরিত্যক্ত হয়।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে কয়েকটি স্থির সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। যথা।

প্রথম। মনুষ্যের উক্ত বাহ্য ও আন্তরিক উভয় ভাবের আতিশয্যই উন্মত্ততা বা অজ্ঞানতার বিশেষ কারণ।

দ্বিতীয়। উক্ত উভয় অবস্থাই অনিষ্টকর।

কারণ একের সুখ উচ্ছেদ পূর্ব্বক অপরের তৃপ্তি-সাধন করিলেই আমাদের জীবনের মহত্তম অধি-কার যে জ্ঞান, ইচ্ছা ও বিবেক শক্তি তাহা আংশিক রূপে পরিত্যাগ করা হয়। যে ব্যক্তি এই জড়ময় সংসারে বাস করিয়া কেবল তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করেন, তিনি অর্দ্ধমনুষ্য মাত্র, তিনি অনাত্মবাদী; এবং পৃথিবীর সামান্য আলোকে থাকিয়া আধ্যা-ত্মিক প্রখর আলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সেইরূপ যিনি কেবল আধ্যাত্মিক জগতের আশ্চর্য্য বিষয় সকলে মগ্ন ও জীবনের আধ্যাত্মিক ভাবেরই একান্ত অনুরাগী হন, তিনিও অর্দ্ধমনুষ্য এবং শীঘ্র অনৈসর্গিক ও অসুস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

তৃতীয়। নিতান্ত বিষয়ী হইলে আধ্যাত্মিক সুখে বঞ্চিত হইতে হয় এবং কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিমগ্ন থাকিলে ও অযুক্ত বা বিকৃত ভাবাপন্ন হইতে হয়।

চতুর্থ। আমাদিগের প্রকৃতির উক্ত দুই ভাগ হইতে যে সকল জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিবার উৎকৃষ্ট উপায় এই যে যখন যে ভাগ হইতে জ্ঞান আইসে, তখনই আন্ত-রিক ইচ্ছার সহিত তাহা গ্রহণ করি। কিন্তু সত্য লাভের জন্য সর্ব্বদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকি এবং যাহাতে

আমাদিগের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির পরস্পর মিল ভঙ্গ না হয়, তাহাতে যত্ন করি।

পঞ্চম। পরীক্ষা দ্বারা প্রকাশ পাইবে যে যে সকল দুষ্ট আত্মার বিষয় কথিত হয়, তৎসমুদায় মনুষ্যের মনঃকল্পিত মাত্র। যখন মনের এক পক্ষীয় বৃত্তির সুখকে বিসর্জ্জন দিয়া অপর পক্ষীয় বৃত্তির তৃপ্তি সাধন করা যায়, তখনই মস্তিষ্ক মধ্যে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইয়া ঐ সকল কাল্পনিক আত্মার উৎপত্তি করে।

ষষ্ঠ। ইহাও প্রতীতি হইবে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব বাদীর প্রতি যেমন উন্মাদের অপবাদ দেওয়া যায়, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির প্রতিও সেইরূপ খাটিতে পারে, যেহেতু সকল ভাবেরাই আতিশয্যই অস্বাস্থ্যকর, সুতরাং মনুষ্যের মন উক্ত দুই অবস্থার একই অবস্থায় বদ্ধ থাকিলে প্রকৃতির যথার্থ মিল ভঙ্গ হইয়া অনৈসর্গিক হইয়া পড়ে।

সপ্তম। সকল মনুষ্যই মিডিয়ম্ হইতে পারে। পরমাত্মা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, এজন্য কি শকটচালক, কি কৃষক, কি বণিক, কি কবি, কি জ্ঞানী সকলেই আংশিকরূপে আত্মদর্শী, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বিশ্বাত্মার শক্তি স্বরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম সকল উপলব্ধি করিতে পারে। উক্ত নিয়ম সকল প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির

নিকট সুশৃঙ্খল প্রতীয়মান হইবে, কিন্তু বিকৃতাবস্থ মনুষ্যের নিকট সকলই বিশৃঙ্খল। যেমন কোন বাদ্যযন্ত্র বিকৃত হইলে নিপুণতম বাদকেও তাহা হইতে যথার্থ রাগরাগিণী উৎপন্ন করিতে পারে না, সেইরূপ কোন মনুষ্যের মানসিক বৃত্তি সকল পরস্পর অসমঞ্জস থাকিলে দেবতারাও তাহা দ্বারা কোন যথার্থ ও বিশ্বস্ত জ্ঞান প্রেরণ করিতে সমর্থ হন না।

অষ্টম। অতএব কোন মিডিয়ম স্বয়ং প্রমাণ পাইলেও যেন দুষ্ট আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করেন, কেন না মনের দ্বার স্বরূপ যে মস্তিষ্ক তাহা বিশৃঙ্খল হইলে উক্ত গুরুতর বিষয়ে যথার্থ বিচার করিতে কদাচ সমর্থ হওয়া যায় না।

নবম। যদি যথার্থ জ্ঞানজ্যোতি প্রাপ্ত হইবার বাসনা রাখ, এবং দেবতাদিগের স্বর স্পষ্টরূপ শ্রবণ করিতে চাহ, তবে শারীরিক সামঞ্জস্য এবং পবিত্রতা, মিতাচার ও সরলতা অবলম্বন কর" *।

* Davis's Present Age and Inner Life P. 239.